# মথিলিখিত সুসমাচার

### যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা

*(লূক3:23-38)*

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা। ইনি ছিলেন
রাজা দায়ূদের বংশধর, দায়ূদ ছিলেন অব্রাহামের
বংশধর।

2 অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক।
ইস্হাকের ছেলে যাকোব।
যাকোবের ছেলে যিহূদা
ও তার ভাইরা।
3 যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ।
এদের মায়ের নাম তামর।
পেরসের ছেলে হিষ্রোণ।
হিষ্রোণের ছেলে রাম।
4 রামের ছেলে অম্মীনাদব।
অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন।
নহশোনের ছেলে সল্মোন।
5 সল্মোনের ছেলে বোয়স।
এর' মায়ের নাম রাহব।
বোয়সের ছেলে ওবেদ।
এর' মায়ের নাম রূৎ।
ওবেদের ছেলে যিশয়।
6 যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।
দায়ূদের ছেলে রাজা শলোমন।
এর' মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী।
7 শলোমনের ছেলে রহবিয়াম।
রহবিয়ামের ছেলে অবিয়।
অবিয়ের ছেলে আসা।
8 আসার ছেলে যিহোশাফট।
যিহোশাফটের ছেলে যোরাম।
যোরামের ছেলে উষিয়।
9 উষিয়ের ছেলে যোথম।
যোথমের ছেলে আহস।
আহসের ছেলে হিষ্কিয়।
10 হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি।
মনঃশির ছেলে আমোন।
আমোনের ছেলে যোশিয়।
11 যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তার ভাইরা।
বাবিলে ইহুদীদের নির্বাসনের সময়
এঁরা জন্মেছিলেন।
12 যিকনিয়ের ছেলে শল্টীয়েল।
ইনি বাবিলে নির্বাসনের পর জন্মেছিলেন।
শল্টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল।
13 সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ।
অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম।
ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর।
14 আসোরের ছেলে সাদোক।
সাদোকের ছেলে আখীম।
আখীমের ছেলে ইলীহূদ।
15 ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর।
ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন।
মত্তনের ছেলে যাকোব।
16 যাকোবের ছেলে যোষেফ।
এই যোষেফই ছিলেন মরিয়মের স্বামী,
এবং মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়,
যাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে।
17 এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ
পুরুষ। দায়ূদের পর থেকে বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত মোট
চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলে নির্বাসনের পর থেকে খ্রীষ্টের
আগমন পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ।

### যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

*(লূক2:1-7)*

18 এই হল যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ–
যোষেফের সঙ্গে তাঁর মা মরিয়মের বাগ্দান হয়েছিল;
কিন্তু তাঁদের বিয়ের আগেই জানতে পারা গেল যে
পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন। 19 তাঁর
ভাবী স্বামী যোষেফ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি
মরিয়মকে লোক চক্ষে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না,
তাই তিনি মরিয়মের সাথে বিবাহের এই বাগ্দান বাতিল
করে গোপনে তাকে ত্যাগ করতে চাইলেন।

20 তিনি যখন এসব কথা চিন্তা করছেন, তখন প্রভুর
এক দূত স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "যোষেফ,
দায়ূদের সন্তান, মরিয়মকে তোমার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে
ভয় করো না, কারণ তার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, তা
পবিত্র আত্মার শক্তিতেই হয়েছে। 21 দেখ, সে এক পুত্র
সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ
তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

22 এইসব ঘটেছিল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু যা
বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়। 23 শোন! "এক কুমারী গর্ভবতী
হবে, আর সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তারা
তাঁকে ইম্মানূয়েল যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"
বলে ডাকবে।"

24 যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূতের আদেশ
অনুসারে কাজ করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করে
বাড়ি নিয়ে গেলেন; 25 কিন্তু মরিয়মের সেই সন্তানের

জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যোষেফ মরিয়মের সঙ্গে সহবাস করলেন না। যোষেফ সেই সন্তানের নাম রাখলেন যীশু।

### পণ্ডিতেরা যীশুকে দেখতে আসলেন

2 হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেইসময় প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন। 2তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।"

3রাজা হেরোদ একথা শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব লোক বিচলিত হল। 4তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যারা প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মশীহ (খ্রীষ্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? 5তাঁরা হেরোদকে বললেন, "যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:

6"আর তুমি যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার
শাসনকর্তাদের চোখে কোন অংশে নগণ্য নও, কারণ
তোমার মধ্য থেকে একজন শাসনকর্তা উঠবেন যিনি
আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাবেন।"' *মীখা 5:2*

7তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে একান্তে দেখা করার জন্য তাঁদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ঠিক কোন সময় তারাটা দেখা গিয়েছিল। 8এরপর হেরোদ তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন, "দেখ, তোমরা সেখানে গিয়ে ভাল করে সেই শিশুর খোঁজ কর; আর খোঁজ পেলে, আমাকে জানিয়ে যেও, যেন আমিও সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি।"

9তাঁরা রাজার কথা শুনে রওনা দিলেন। আর তাঁরা পূর্ব দিকের আকাশে যে তারাটা উঠতে দেখেছিলেন, সেটা তাঁদের আগে আগে চলল এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন তার ওপরে থামল। 10তাঁরা সেই তারাটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। 11পরে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে শিশুটি ও তাঁর মা মরিয়মকে দেখতে পেয়ে তারা মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাদের উপহার সামগ্রী খুলে বের করে তাঁকে সোনা, সুগন্ধি গুগ্‌গুল ও সুগন্ধি নির্যাস উপহার দিলেন। 12এরপর ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান, তাই তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

### যীশুকে নিয়ে পিতামাতার মিশরে গমন

13তাঁরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো! শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। যতদিন না আমি তোমাদের বলি, তোমরা সেখানেই থেকো, কারণ এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হেরোদ এর খোঁজ করবে।" 14তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে রাতে মিশরে রওনা হলেন; 15আর হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এরূপ ঘটল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর কথা সফল হয়: প্রভু বললেন, "আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।"*

### হেরোদ বৈৎলেহমের শিশু পুত্রদের হত্যা করলেন

16হেরোদ যখন দেখলেন যে সেই পণ্ডিতরা তাঁকে বোকা বানিয়েছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনেছিলেন, সেই হিসাব মতো দু'বছর ও তার কম বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ছিল, সকলকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। 17এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হল:

18"রামায় একটা শব্দ শোনা গেল, কান্নার রোল ও
তীব্র হাহাকার, রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য কাঁদছেন।
তিনি কিছুতেই শান্ত হতে চাইছেন না, কারণ তারা
কেউ আর বেঁচে নেই।" *যিরমিয় 31:15*

### মিশর থেকে যোষেফ ও মরিয়মের প্রত্যাবর্তন

19হেরোদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 20"ওঠো! এই শিশু ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা এই ছেলের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল তারা সকলে মারা গেছে।"

21তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। 22কিন্তু যোষেফ যখন শুনলেন যে হেরোদের জায়গায় তাঁর পুত্র আর্খিলায় যিহূদিয়ার রাজা হয়েছে, তখন তিনি সেখানে ফিরে যেতে ভয় পেলেন। পরে আর এক স্বপ্নে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল, 23তখন তিনি গালীলে গিয়ে নাসরৎ নগরে বসবাস করতে লাগলেন। এইরকম ঘটল যেন ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: তিনি নাসরতীয়* বলে আখ্যাত হবেন।

### বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ

*(মার্ক 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17 যোহন 1:19-28)*

3 সেই সময় বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে যিহূদিয়ার প্রান্তর এলাকায় প্রচার করতে লাগলেন। 2তিনি বললেন, "তোমরা মন ফেরাও, দেখ, স্বর্গরাজ্য এসে পড়ল।" 3এই যোহনের বিষয়েই ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:

---

**"আমি ... আনলাম"** হোশেয় 11:1

**নাসরতীয়** নাসরতে বসবাসকারী ব্যক্তি। নাসরতীয় কথাটির অর্থ সম্ভবতঃ "শাখা।" যিশ 11:1

"প্রান্তরে এক উচ্চ রব শোনা যাচ্ছে, 'তোমরা প্রভুর
পথ প্রস্তুত কর; যে পথ দিয়ে তিনি যাবেন তা সমান
কর।" *যিশাইয় 40:3*

4 যোহন উটের লোমের তৈরী পোশাক পরতেন,
কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন। পঙ্গপাল ও বনমধু
ছিল তাঁর খাদ্য। 5 জেরুশালেম, সমগ্র যিহূদিয়া ও যর্দনের
আশপাশের অঞ্চলের লোকেরা প্রান্তরে তাঁর কাছে
আসতে লাগল। 6 তারা এসে নিজেদের পাপ স্বীকার
করত আর তিনি তাদের যর্দন নদীতে বাপ্তাইজ করতেন।

7 যোহন যখন দেখলেন যে অনেক ফরীশী* ও
সদ্দূকী* তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের জন্য আসছে, তখন
তিনি তাদের বললেন, "তোমরা, সাপের বাচ্চারা!
ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কে
তোমাদের চেতনা দিল? 8 তোমরা কাজে দেখাও, যাতে
বোঝা যায় যে তোমরা সত্যিই মন ফিরিয়েছ। 9 আর
নিজেরা মনে মনে একথা চিন্তা করে গর্ব করো না যে,
'আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম'। আমি তোমাদের বলছি,
ঈশ্বর এই পাথরগুলিকেও অব্রাহামের সন্তানে পরিণত
করতে পারেন। 10 প্রতিটি গাছের গোড়াতে কুড়ুল
লাগানোই আছে; আর যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা
কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

11 "তোমরা মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের
জলে বাপ্তাইজ করছি। আমার পরে একজন আসছেন,
যিনি আমার থেকে মহান, তাঁর জুতো জোড়া বইবার
যোগ্যও আমি নই। তিনি পবিত্র আত্মায় ও আগুনে
তোমাদের বাপ্তাইজ করবেন। 12 তাঁর কুলা তাঁর হাতেই
আছে, তাঁর খামার তিনি পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর
গম গোলায় তুলবেন; কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে
না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

### প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

*(মার্ক 1:9-11; লূক 3:21-22)*

13 সেই সময় যীশু গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে
এলেন। তিনি যোহনের কাছে বাপ্তিস্মের জন্য এগিয়ে
গেলেন। 14 কিন্তু যোহন তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।
যোহন বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তাইজ
হওয়া উচিত! আর আপনি কি না আমার কাছে
এসেছেন।"

15 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "এখন এরকমই
হতে দাও, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের
পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন যীশুকে বাপ্তাইজ করতে
রাজী হলেন।

16 যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল; আর তিনি
দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো নেমে তাঁর
ওপরে আসছেন। 17 স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেল,
সেই স্বর বলল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি
অত্যন্ত প্রীত।"

### যীশুর পরীক্ষা

*(মার্ক 1:12-13; লূক 4:1-13)*

4 এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে
তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। 2 একটানা
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর
পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। 3 তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল
তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,
তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।"

4 কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন, "শাস্ত্রে একথা
লেখা আছে,

'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের
প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।"' *দ্বিতীয় বিবরণ 8:3*

5 দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের
চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল; 6 আর যীশুকে বলল, "তুমি
যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ
শাস্ত্রে তো একথা লেখা আছে,

'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে
আদেশ দেবেন আর তারা তোমাকে তুলে ধরবেন, যেন
পাথরের উপর পড়ে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে।"'
*গীতসংহিতা 91:11-12*

7 যীশু তখন তাকে বললেন, "শাস্ত্রে একথাও লেখা
আছে,

'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।"'
*দ্বিতীয় বিবরণ 6:16*

8 এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা
পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তার
সম্পদ দেখাল। 9 পরে দিয়াবল যীশুকে বলল, "তুমি
যদি আমার সামনে মাথা নত করে আমার উপাসনা
কর, তবে এসবই আমি তোমায় দেব।"

10 তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও শয়তান!
কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে,
একমাত্র তাঁরই সেবা করবে!"' *দ্বিতীয় বিবরণ 6:13*

11 তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর
স্বর্গদূতেরা এসে যীশুর সেবা করলেন।

### গালীলে যীশুর কাজ শুরু

*(মার্ক 1:14-15; লূক 4:14-15)*

12 যীশু যখন শুনলেন যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে
গেছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন। 13 তিনি নাসরতে

---

**ফরীশী** ফরীশী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায়, যারা নিজেদের পুরানো ইহুদী ধর্ম এবং রীতি রেওয়াজ কঠোরতার সঙ্গে পালনকারী হিসেবে দাবী করে।

**সদ্দূকী** সদ্দূকী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়। যারা পুরানো ধর্ম নিয়মের শুধু প্রথম পাঁচটি পুস্তককেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেই বিশ্বাস করে না।

থাকলেন না, সেখান থেকে সবূলূন ও নপ্তালির সীমানার মধ্যে গালীল হ্রদের ধারে কফরনাহূমে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। 14এই সকল ঘটল যাতে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:

15"সাগরের পথে যর্দ্দনের পশ্চিমপারে, সবূলূন ও
নপ্তালি দেশ, অইহুদীদের গালীল!
16যে লোকেরা অন্ধকারে বাস করে, তারা মহাজ্যোতি
দেখতে পেল, আর যারা মৃত্যুছায়ার দেশে থাকে, তাদের
উপর আলোর উদয় হল।" *যিশাইয় 9:1-2*

### যীশুর কিছু শিষ্য নির্বাচন

*(মার্ক 1:16-20; লূক 5:1-11)*

17সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন: "তোমরা মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

18যীশু যখন গালীল হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, শিমোন যার অন্য নাম পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন হ্রদে জাল ফেলছিলেন। 19যীশু তাদের বললেন, "আমার সঙ্গে চল, মাছ নয়, কেমন করে মানুষ ধরতে হয় আমি তা তোমাদের শেখাব।" 20শিমোন এবং আন্দ্রিয় তখনই জাল ফেলে যীশুর সঙ্গে চললেন।

21সেখান থেকে যীশু আরো এগিয়ে গেলে, আরো দুজন লোককে দেখতে পেলেন। সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন। যীশু দেখলেন, তাঁরা তাঁদের বাবার সঙ্গে নৌকাতে জাল সারাচ্ছেন। যীশু তাঁদের ডাকলেন, 22তাঁরা তখনই নৌকা ও তাঁদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চললেন।

### যীশুর শিক্ষাদান ও আরোগ্যকরণ

*(লূক 6:17-19)*

23যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে, ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সকলের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি লোকদের মধ্যে নানারকম রোগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকলেন। 24সমস্ত সুরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল, ফলে লোকেরা নানা রোগে অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেমন ব্যথা-বেদনাগ্রস্ত, ভূতে পাওয়া, মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত; আর তিনি তাদের সকলকেই ভাল করলেন। 25গালীল, দিকাপলি, জেরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের ওপার থেকেও বহুলোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।

### যীশুর শিক্ষাদান

(লূক 6:20-23)

5 যীশু অনেক লোকের ভিড় দেখে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে বসলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এলেন। 2এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বললেন:

3"ধন্য সেই লোকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

4ধন্য সেই লোকেরা যারা শোক করে, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

5বিনয়ী লোকেরা ধন্য; তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের অধিকার লাভ করবে।*

6ধন্য সেই লোকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে।

7যারা দয়াবান তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে। যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।

8ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে।

9ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে।

10ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ করছে তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে।

11"তোমরা আমার অনুসারী হয়েছ বলে যখন লোকে তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে, আর তোমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন তোমরা ধন্য। 12তোমরা আনন্দ কোর, খুশী হয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন, লোকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন করেছে।

### তোমরা লবণ এবং আলোর মতো

*(মথি 9:50; লূক 14:34-35)*

13"তোমরা পৃথিবীর লবণ; কিন্তু লবণ যদি তার নিজের স্বাদ হারায়, তবে কেমন করে তা আবার নোন্তা করা যাবে? তখন তা আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর লোকেরা তা মাড়িয়ে যায়।

14"তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের ওপরে কোন শহর, যা কখনও লুকানো যায় না। 15বাতি জ্বেলে কেউ পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরই রাখে আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। 16তেমনি তোমাদের আলোও লোকদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকাজ দেখে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

### পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে যীশুর বক্তব্য

17"ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসি নি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। 18আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু-বিসর্গও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। 19তাই কেউ যদি এই সব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে

---

**তারা ... করবে** গীত 37:11

স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা বিধি ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।
20আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

### ক্রোধ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

21"তোমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বলা হয়েছিল, 'নরহত্যা করো না;* আর কেউ নরহত্যা করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।'
22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, বিচারে তাকে তার জবাব দিহি করতে হবে। আর কেউ যদি কোন লোককে বলে, 'ওরে মূর্খ' (অর্থাৎ নির্বোধ) তবে তাকে ইহুদী মহাসভার সামনে তার জবাব দিতে হবে। কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি পাষণ্ড', তবে তাকে নরকের আগুনেই তার জবাব দিতে হবে।
23"মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, 24তবে সেই নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীর সামনে রেখে চলে যাও, প্রথমে গিয়ে তার সঙ্গে সে বিষয়ে মিটমাট করে নাও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কোরো।
25"তোমার শত্রু যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, তবে আদালতে নিয়ে যাবার সময় পথেই তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে ফেল; তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, বিচারক তোমাকে রক্ষীর হাতে দেবে আর রক্ষীরা তোমাকে কারাগারে পাঠাবে। 26আমি তোমায় সত্যি বলছি, সেখান থেকে তুমি ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ না তোমার দেনার শেষ পয়সাটা চুকিয়ে দাও।

### যৌনপাপ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

27"তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে: 'যৌনপাপ কোরো না।'* 28কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তবে সে মনে মনে তার সঙ্গে যৌন পাপ করল।
29সেইরকম তোমার ডান চোখ যদি পাপ করার জন্য তোমায় প্ররোচিত করে, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ হারানো তোমার পক্ষে ভালো। 30যদি তোমার ডান হাত পাপ করতে প্ররোচিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।

### বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

*(মথি 19:9; মার্ক10:11-12; লূক 16:18)*

31"আবার বলা হয়েছে, 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিতে হবে।' 32কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একমাত্র যৌনপাপের দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে ব্যভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়। আর যে কেউ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও যৌনপাপ করে।

### প্রতিশ্রুতি দান বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

33"তোমরা একথাও শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিশ্রুতি কর তা ভেঙো না, তোমাদের কথা মতো সে সবই পূর্ণ করো।'* 34কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কোন শপথই করো না। স্বর্গের নামে করো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন।
35পৃথিবীর নামে শপথ করো না, কারণ পৃথিবী ঈশ্বরের পাদপীঠ। জেরুশালেমের নামেও শপথ করো না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। 36এমন কি তোমার মাথার দিব্যিও দিও না, কারণ তোমার মাথার একগাছা চুল সাদা কি কালো করার ক্ষমতা তোমার নেই। 37তোমাদের কথার 'হ্যাঁ' যেন 'হ্যাঁ' আর 'না' যেন 'না' হয়, এছাড়া অন্য আর যা কিছু, তা মন্দের কাছ থেকে আসে।

### প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

*(লূক6:29-30)*

38"তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে যে, 'চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।''* 39কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ করো না, বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও। 40কেউ যদি তোমার পাজামা নেবার জন্য আদালতে মামলা করতে চায়; তবে তাকে তোমার ধুতিটাও ছেড়ে দিও। 41যদি কেউ তার বোঝা নিয়ে তোমাকে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দু'মাইল যেও। 42কেউ যদি তোমার কাছ থেকে কিছু চায়, তাকে তা দিও। তোমার কাছ থেকে কেউ ধার চাইলে তাকে তা দিতে অস্বীকার করো না।

### সকলকে ভালোবাসো

*(লূক6:27-28, 32-36)*

43"তোমরা তাদের বলতে শুনেছ, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো,* শত্রুকে ঘৃণা করো।' 44কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো।

---

**'নরহত্যা ... না'** যাত্রা 20:13; দ্বি বি 5:17

**'যৌনপাপ ... না'** যাত্রা 20:14; দ্বি বি 5:18

**'তোমরা ... করো'** লেবীয় 19:12; গণনা 30:2; দ্বি বি 23:21

**'চোখের ... দাঁত'** যাত্রা 21:24; লেবীয় 24:20

**'তোমার ... ভালবাসো'** লেবীয় 19:18

যারা তোমাদের প্রতি নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, 45যেন তোমরা স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর সূর্য্যালোক দেন, ধার্মিক-অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি দেন। 46আমি একথা বলছি, কারণ যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস, তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না?

47তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইদেরই শুভেচ্ছা জানাও, তবে অন্যদের থেকে আর বেশী কি করলে? বিধর্মীরাও তো এমন করে থাকে। 48তাই তোমাদের স্বর্গের পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমন সিদ্ধ হও।

### দান করার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

6 "সাবধান! লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বরের কাজ করো না। তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না।

2"তাই তুমি যখন কোন অভাবী মানুষকে কিছু দাও, তখন তূরী বাজিয়ে তা দিও না। যারা ভণ্ড তারা লোকদের প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃহে ও পথে-ঘাটে ঐভাবে তূরী বাজিয়ে দান করে। আমি বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়ে গেছে। 3কিন্তু তুমি যখন অভাবী লোকদের কিছু দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না, 4যেন তোমার দান গোপনে দেওয়া হয়। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

### প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

*(লূক 11:2-4)*

5"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো কোর না, তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজ-গৃহে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 6কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে যা কিছু করা হয় দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

7"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মতো একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে তাদের বাক্যবাহুল্যের গুণে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। 8তাই তোমরা তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমাদের চাওয়ার আগেই তোমাদের পিতা জানেন তোমাদের কি প্রয়োজন আছে। 9তাই তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো:

'হে আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।

10তোমার রাজত্ব আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।

11যে খাদ্য আমাদের প্রয়োজন তা আজ আমাদের দাও।

12আমাদের কাছে যারা অপরাধী, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর।

13আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার কর।'*

14তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। 15কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

### উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

16"যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো মুখ শুকনো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করেছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 17কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো। 18যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন। তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

### ঈশ্বর অর্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

*(লূক 12:33-34; 11:34-36; 16:13)*

19"এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না। এখানে ঘুণ ধরে ও মরচে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়; আর চোরে সিঁধ কেটে তা চুরিও করতে পারে। 20বরং স্বর্গে তোমার জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর, সেখানে ঘুণ ধরবে না, মরচেও পড়বে না, চোরেও চুরি করবে না। 21তোমার ধন-সম্পদ যেখানে রয়েছে, তোমার মনও সেখানে পড়ে থাকবে। 22"চোখই দেহের প্রদীপ, তাই তোমার চোখ যদি নির্মল হয়, তোমার সারা দেহও উজ্জ্বল হবে। 23কিন্তু তোমার চোখ যদি অশুচি হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তোমার মধ্যেকার আলো যদি অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তবে সে অন্ধকার নিজে কি ভীষণ!

24"কোন মানুষ দু'জন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না। সে হয়তো প্রথম জনকে ঘৃণা করবে ও দ্বিতীয় জনকে ভালবাসবে, অথবা প্রথম জনের প্রতি অনুগত হবে ও দ্বিতীয় জনকে তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের দাসত্ব তোমরা করতে পারো না।

---

**পদ 13** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 13 যুক্ত করা হয়েছে: "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।"

### ঈশ্বরের রাজ্যই প্রথম বিষয়

*(লূক 12:22-34)*

25"তাই আমি তোমাদের বলছি, বেঁচে থাকার জন্য
কি আহার করব বা কি পান করব এ নিয়ে চিন্তা কোর
না; আর কি পরব একথা ভেবে দেহের বিষয়েও চিন্তা
করো না। খাদ্য থেকে জীবন কি মূল্যবান নয়, অথবা
পোশাক থেকে দেহটা কি মূল্যবান নয়? 26আকাশের
পাখিদের দিকে একবার তাকাও, দেখ, তারা বীজ বোনে
না বা ফসলও কাটে না, অথবা গোলা ঘরে নিয়ে গিয়ে
তা জমাও করে না। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর
তাদের আহার যোগান। তোমরা কি ওদের থেকে আরও
মূল্যবান নও? 27তোমাদের মধ্যে কে ভাবনা চিন্তা করে
নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে?

28"পোশাকের বিষয়েই বা কেন এত চিন্তা কর?
মাঠের লিলি ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখ কিভাবে তারা
ফুটে উঠেছে। তারা পরিশ্রম করে না, নিজেদের জন্য
পোশাকও তৈরী করে না। 29কিন্তু আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, রাজা শলোমন তার সমস্ত জাঁকজমক
সত্ত্বেও তার পোশাকে ঐ ফুলগুলির একটির মতোও
নিজেকে সাজাতে পারে নি। 30মাঠে যে ঘাস আছে
আর কাল উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন
তাদের এত সুন্দর করে সাজান, তখন হে অল্পবিশ্বাসী
লোকেরা, তিনি কি তোমাদের আরো সুন্দর করে
সাজাবেন না? 31তোমরা এই বলে চিন্তা করো না,
'আমরা কি খাবো?' বা 'কি পান করবো?' বা 'কি
পরবো?' 32বিধর্মীরাই এসব নিয়ে চিন্তা করে। তোমাদের
স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তো জানেন এসব জিনিসের
তোমাদের প্রয়োজন আছে।

33তাই তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও
তাঁর ইচ্ছা কি তা পূর্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের
যা কিছু প্রয়োজন সে সব দেওয়া হবে। 34কালকের
জন্য চিন্তা করো না; কালকের চিন্তা কালকের জন্য
থাক। প্রতিটি দিনের পক্ষে সেই দিনের কষ্টই যথেষ্ট।

### অপরের বিচারের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

*(লূক 6:37-38, 41-42)*

7 "পরের বিচার কোর না, তাহলে তোমার বিচারও
কেউ করবে না। 2কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের
বিচার কর, সেইভাবে তোমাদেরও বিচার করা হবে;
আর যেভাবে তুমি মাপবে সেইভাবে তোমার জন্যও
মাপা হবে।

3"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে কেবল
তা-ই দেখছ; কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে যে তক্তা
আছে তা দেখতে পাও না? 4যখন তোমার নিজের
চোখেই একটা তক্তা রয়েছে তখন কিভাবে তোমার
ভাইকে বলছ, 'এস তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের
করে দিই?' 5ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে
তক্তাটা বের করে ফেল, তাহলে তোমার ভাইয়ের
চোখ থেকে কুটোটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে
পাবে।

6"কোন পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না আর শুয়োরের
সামনে তোমাদের মুক্তো ছুঁড়ো না, তাহলে সে তা
পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করবে ও তোমার দিকে
ফিরে তোমায় আক্রমণ করবে।

### প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর

*(লূক 11:9-13)*

7"চাইতে থাক, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজতে
থাকো, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক, তোমাদের
জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। 8কারণ যে চাইতে
থাকে, সে পায়, যে খুঁজতে থাকে সে খুঁজে পায়; আর
যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা খুলে
দেওয়া হয়। 9তোমার ছেলে যদি তোমার কাছে রুটি
চায়, তবে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে
তার সন্তানকে রুটির বদলে পাথরের টুকরো দেবে?
10যদি সে একটা মাছ চায় তবে বাবা কি তার হাতে
একটা সাপ তুলে দেবে? নিশ্চয় না! 11তোমরা মন্দ
হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস
দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে
যারা চায়, তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন।

### সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান

12"তাই অপরের কাছ থেকে তোমরা যে ব্যবহার
প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার কর। এটাই
হল মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার অর্থ।

### স্বর্গে এবং নরকে যাওয়ার পথ

*(লূক 13:24)*

13"সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সেই পথে প্রবেশ করো, যে
পথ স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। যে পথ ধ্বংসের দিকে
নিয়ে যায় তার দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু লোক
সেই পথেই চলছে। 14কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে
গেছে তার দরজা সংকীর্ণ আর পথও দুর্গম, খুব অল্প
লোকই তার সন্ধান পায়।

### লোকেরা যা করে তা লক্ষ্য কর

*(লূক 6:43-44; 13:25-27)*

15"ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা
তোমাদের কাছে নিরীহ মেষের ছদ্মবেশে আসে অথচ
ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ে বাঘ। 16তাদের জীবনের
ফল দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপের
মধ্যে থেকে কি দ্রাক্ষা বা শিয়ালকাঁটার ভেতর থেকে
কি কেউ ডুমুর পেতে পারে? 17ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক
ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে, কিন্তু খারাপ গাছে খারাপ
ফলই ধরে। 18ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে
ভাল ফল ধরতে পারে না। 19যে গাছে ভাল ফল ধরে
না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। 20তাই আমি
তোমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেই
তোমরা তাদের চিনতে পারবে। 21যারা আমাকে 'প্রভু,
প্রভু' বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে

পারবে, তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে, কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। 22সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, 'প্রভু, প্রভু আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আপনার নামে আমরা কি ভূতদের তাড়াইনি? আপনার নামে আমরা কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি?' 23তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কখনও আপন বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার সামনে থেকে দূর হও।'

### একজন জ্ঞানী লোক এবং একজন মূর্খ লোক

*(লূক 6:47-49)*

24"তাই বলি, যে কেউ আমার কথা শোনে ও তা পালন করে, সে এমন এক বুদ্ধিমান লোকের মতো যে পাথরের ভিতের উপর তার বাড়ি তৈরী করল। 25পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল এবং প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস ব'য়ে সেই বাড়ির গায়ে লাগল; কিন্তু সেই বাড়িটা ধসে পড়ল না, কারণ তা পাথরের উপরে তৈরী করা হয়েছিল। 26আবার যে কেউ আমার এইসব কথা শুনে তা পালন না করে, সে একজন মূর্খ লোকের মতো, যে বালির উপরে বাড়ি গড়েছিল। 27পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, আর ঝোড়ো বাতাস এসে তার বাড়িতে ধাক্কা মারল, তাতে বাড়িটা কি সাংঘাতিক ভাবেই না ধসে পড়ল!"

28যীশু যখন এইসব কথা বলা শেষ করলেন, তখন জনতা তাঁর এই সব শিক্ষা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 29কারণ যীশু একজন ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং যার অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতোই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

### কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান

*(মার্ক 1:40-45; লূক 5:12-16)*

8 যীশু সেই পাহাড় থেকে নেমে এলে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। 2সেই সময় একজন কুষ্ঠ রোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

3তখন যীশু সেই কুষ্ঠ রোগীর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি তাই-ই চাই। তুমি ভাল হয়ে যাও!" সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়ে গেল। 4তখন যীশু তাকে বললেন, "দেখ, তুমি কাউকে একথা বোলো না, বরং যাও যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও; আর গিয়ে মোশির আদেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তাতে তারা জানবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ।"

### শতপতির দাসের আরোগ্যলাভ

*(লূক 7:1-10; যোহন 4:43-54)*

5এরপর যীশু যখন কফরনাহুম শহরে গেলেন, তখন একজন শতপতি তাঁর কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, 6"প্রভু, আমার চাকরের পক্ষাঘাত হয়েছে, সে বিছানায় পড়ে আছে ও যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে।" 7যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমি যাব, এবং তাকে সুস্থ করব।" 8সেই শতপতি তখন যীশুকে বললেন, "প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে আমার বাড়িতে আপনি আসবেন। আপনি কেবল মুখে বলে দিন, তাতেই আমার চাকর ভাল হয়ে যাবে। 9আমি নিজে অপরের কর্তৃত্বের অধীন আর আমার সৈন্যদের উপরে আমি কর্তৃত্ব করি। আমি কাউকে 'যাও' বললে সে যায়, আবার কাউকে 'এসো' বললে সে আসে; আর আমার চাকরকে 'এটা কর' বললে সে তা করে।"

10যীশু একথা শুনে আশ্চর্য হলেন; যারা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি সমগ্র ইস্রায়েলে আমি এত বেশী বিশ্বাস কারও মধ্যে দেখতে পাইনি। 11আমি তোমাদের আরো বলছি যে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে আর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে ভোজে বসবে। 12কিন্তু যারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাদের বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে। সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

13এরপর যীশু সেই শতপতিকে বললেন, "যাও, তুমি যেমন বিশ্বাস করেছ, তেমনি হোক্। " আর সেই মুহূর্তেই তার চাকর সুস্থ হয়ে গেল।

### যীশু অনেক লোককে সুস্থ করলেন

*(মার্ক 1:29-34; লূক 4:38-41)*

14যীশু পিতরের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, পিতরের শাশুড়ীর ভীষণ জ্বর হয়েছে; আর তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। 15যীশু তাঁর হাত স্পর্শ করা মাত্রই জ্বর ছেড়ে গেল। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যীশুর সেবা করতে লাগলেন। 16সন্ধ্যা হ'লে লোকেরা ভূতে পাওয়া অনেক লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। আর তিনি তাঁর হুকুমে সেই সব ভূতদের দূর করে দিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের সুস্থ করলেন। 17এর দ্বারা ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হল,

"তিনি আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন, আমাদের ব্যাধিগুলি বহন করলেন।" *যিশাইয় 53:4*

### যীশুকে অনুসরণ

*(লূক 9:57-62)*

18যীশু যখন দেখলেন যে তাঁর চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তখন হ্রদের ওপারে যাওয়ার জন্য অনুগামীদের আদেশ দিলেন। 19একজন ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁর কাছে এসে বললেন, "গুরু, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।"

20তখন যীশু তাকে বললেন, "শিয়ালের গর্ত আছে, এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।"

21তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আর একজন বললেন, "প্রভু আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসার অনুমতি দিন; তারপর আমি আপনাকে অনুসরণ করব।"

22কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে
এস, যারা মৃত তারাই মৃতদের কবর দেবে।"

### যীশু ঝড় থামালেন

*(মার্ক 4:35-41; লূক 8:22-25)*

23এরপর যীশু একটা নৌকাতে উঠলেন আর তাঁর
শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। 24সেই হ্রদের মধ্যে হঠাৎ
ভীষণ ঝড় উঠল, তাতে নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে
পড়তে লাগল। যীশু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। 25তাই শিষ্যরা
তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন, "প্রভু
বাঁচান! আমরা যে ডুবে মরলাম!"

26তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসীর
দল! কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ?" তারপর তিনি
উঠে ঝোড়ো বাতাস ও হ্রদের ঢেউকে ধমক দিলেন,
তখন সব কিছু শান্ত হল।

27এতে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ইনি কিরকম
লোক? এঁর কথা এমন কি বাতাস ও সাগরও শোনে!"

### যীশু দু'জন লোকের ভূত ছাড়ালেন

*(মার্ক 5:1-20; লূক 8:26-39)*

28যীশু যখন হ্রদের অপর পারে গাদারীয়দের দেশে
এলেন, সেই সময় ভূতে পাওয়া দুজন লোক কবর
থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে এল। তারা এমন ভয়ঙ্কর
ছিল যে কোন মানুষ সেই পথ দিয়ে চলতে পারত না।
29তারা চিৎকার করে বলল, "হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনি
আমাদের নিয়ে কি করতে চান? নির্দিষ্ট সময়ের আগেই
কি আপনি আমাদের নির্যাতন করতে এসেছেন?"

30সেখান থেকে কিছু দূরে এক পাল শুয়োর চরছিল।
31তখন ভূতেরা যীশুকে অনুনয় করে বলল, "আপনি
যদি আমাদের তাড়িয়েই দেবেন তবে ঐ শুয়োর পালের
মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।"

32যীশু তাদের বললেন, "তাই যাও!" তখন তারা
সেই লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে সেই
শুয়োরগুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল; তাতে সেই শুয়োরের
পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে হ্রদের
জলে গিয়ে ডুবে মরল। 33যারা সেই পাল চরাচ্ছিল,
তারা দৌড়ে পালাল। তারা নগরের মধ্যে গিয়ে সব
খবর জানাল ; বিশেষ করে সেই ভূতে পাওয়া লোকদের
বিষয়ে বলল। 34তখন নগরের সব লোক যীশুকে দেখার
জন্য বের হয়ে এল। তারা যীশুর দেখা পেয়ে তাঁকে
অনুনয় করে বলল তিনি যেন তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে
যান।

### যীশু একজন পঙ্গু লোককে সুস্থ করলেন

*(মার্ক 2:1-12; লূক 5:17-26)*

9এরপর যীশু নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে নিজের
শহরে এলেন। 2কয়েকজন লোক তখন খাটিয়ায়
শুয়ে থাকা এক পঙ্গুকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তাদের
এমন বিশ্বাস দেখে তিনি সেই পঙ্গুকে বললেন, "বাছা,
সাহস সঞ্চয় কর, তোমার সব পাপের ক্ষমা হল।"

3তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বলতে লাগলেন,
"এই লোকটা দেখছি এধরণের কথা বলে ঈশ্বরের নিন্দা
করছে!"

4তারা কি চিন্তা করছে, তা জানতে পেরে যীশু
বললেন, "তোমরা মনে মনে কেন এমন মন্দ চিন্তা
করছ? 5কোনটা বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা
হল' না, 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও'? 6কিন্তু আমি
তোমাদের দেখাব যে এই পৃথিবীতে মানবপুত্রের পাপ
ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে।" এই বলে যীশু সেই পঙ্গু
লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" 7তখন সেই পঙ্গু লোকটি উঠে
তার বাড়ি চলে গেল। 8লোকেরা এই ঘটনা দেখে ভয়
পেয়ে গেল; আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন
বলে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

### যীশু মথিকে মনোনীত করলেন

*(মার্ক 2:13-17; লূক 5:27-32)*

9যীশু সেখান থেকে চলে যাবার সময় দেখলেন
একজন লোক কর আদায়ের গদিতে বসে আছে। তাঁর
নাম মথি। যীশু তাঁকে বললেন, "আমার সঙ্গে এস।"
মথি তখনই উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

10পরে মথির বাড়িতে যীশু খেতে বসলে সেখানে
অনেক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এসে
যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। 11ফরীশীরা
তা দেখে যীশুর অনুগামীদের বললেন, "তোমাদের গুরু
কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সঙ্গে কেন খাওয়া-
দাওয়া করেন?"

12একথা শুনে যীশু বললেন, "যারা সুস্থ আছে তাদের
জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, বরং রোগীদেরই
ডাক্তারের প্রয়োজন। 13'বলিদান নয়, আমি চাই তোমরা
দয়া করতে শেখ,'* শাস্ত্রের এই কথার অর্থ কি তা
বুঝে দেখ। কারণ সৎ ও ধার্মিক লোকদের নয়, পাপীদেরই
আমি ডাকতে এসেছি।"

### যীশু, ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের মতো ছিলেন না

*(মার্ক 2:18-22; লূক 5:33-39)*

14পরে যোহনের অনুগামীরা যীশুর কাছে এসে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপোস
করি; কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?"

15তখন যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে
কি বরের বন্ধুরা শোক করতে পারে? কিন্তু দিন আসছে
যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে,
তখন তারা উপোস করবে।

16"নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে কেউ পুরানো কাপড়ে
তালি দেয় না, তাহলে ছেঁড়াটা আরো বিশ্রী হবে।
17পুরানো চামড়ার থলিতে কেউ নতুন দ্রাক্ষা রস রাখে
না, রাখলে চামড়ার থলিটি ফেটে যায়, ফলে দ্রাক্ষা রস
পড়ে যায় আর থলিটিও নষ্ট হয়। টাটকা রস নতুন
থলিতেই রাখতে হয়, তাতে দুটোই সুরক্ষিত থাকে।"

---

**'বলিদান ... শেখ'** হোশেয় 6:6

### মৃত মেয়ের জীবনদান ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

*(মার্ক 5:21-43; লূক 8:40-56)*

18যীশু যখন তাদের এসব কথা বলছিলেন, সেই
সময় সমাজ-গৃহের নেতাদের একজন তাঁর কাছে এসে
নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটা এই মাত্র মারা
গেল, আপনি এসে তাকে একটু স্পর্শ করুন তাহলে
সে বেঁচে উঠবে।"
19তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন, আর তাঁর
শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে চললেন।
20পথে যাবার সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর পিছন
দিকে এসে তাঁর পোশাকের খুঁট স্পর্শ করল, সে বারো
বছর ধরে রক্তস্রাবে কষ্ট পাচ্ছিল। 21সে মনে মনে ভাবল,
"আমি যদি যীশুর পোশাক কেবল ছুঁতে পারি, তাহলেই
ভাল হয়ে যাব।"
22যীশু ঘুরে দাঁড়ালেন আর তাকে দেখতে পেয়ে
বললেন, "বাছা, তুমি সাহস কর, তোমার বিশ্বাসই তোমায়
সুস্থ করল।" তখন থেকে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
গেল।
23যীশু সেই নেতার বাড়িতে পরে গিয়ে দেখলেন,
যারা করুণ সুরে বাঁশি বাজায় তারা রয়েছে আর লোকেরা
হৈ চৈ করছে। 24যীশু বললেন, "তোমরা বাইরে যাও।
মেয়েটি মরে নি, ও তো ঘুমিয়ে আছে।" লোকেরা এই
কথা শুনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।
25লোকদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলে, যীশু
ভেতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, তাতে সে উঠে
বসল। 26এই ঘটনার কথা সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
ছড়িয়ে পড়ল।

### বহুলোকের আরোগ্যলাভ

27যীশু যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন
দু'জন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা চিৎকার
করে বলতে লাগল, "হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি
দয়া করুন।"
28যীশু বাড়িতে এলে সেই দুজন অন্ধ তাঁর কাছে
এল। তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস
কর যে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি?"
অন্ধ লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, প্রভু আমরা বিশ্বাস করি।"
29তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করে বললেন,
"তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ, তোমাদের প্রতি তেমনি
হোক্।" 30আর তখনই তারা চোখে দেখতে পেল। যীশু
তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বললেন, "দেখ, একথা
কেউ যেন জানতে না পারে।" 31কিন্তু তারা সেখান
থেকে গিয়ে যীশুর বিষয়ে সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
বলতে লাগল।
32ঐ দুজন লোক যখন চলে যাচ্ছে, এমন সময়
কয়েকজন লোক ভূতে পাওয়া একজন লোককে যীশুর
কাছে নিয়ে এল, সে কথা বলতে পারত না। 33সেই
ভূতকে তার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর বোবা
লোকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত সব লোক
আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "ইস্রায়েলে এমন কখনও
দেখা যায় নি।"
34কিন্তু ফরীশীরা বলতে থাকল, "সে ভূতদের
শাসনকর্তার শক্তিতে তাদের তাড়ায়।"

### মানুষের জন্য যীশুর দুঃখবোধ

35যীশু সেই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে
ঘুরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে এবং
স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তাছাড়া
তিনি লোকদের সমস্ত রোগ ব্যাধি ভাল করতে
লাগলেন।
36লোকদের ভীড় দেখে তাদের জন্য যীশুর মমতা
হল, কারণ তারা পালকবিহীন মেষপালের মতো ক্লান্ত
ও অসহায় ছিল। 37তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"ফসল প্রচুর কিন্তু কাটার লোক কত অল্প, 38তাই তোমরা
ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর, যেন তিনি ফসল
কাটার জন্য মজুর পাঠান।"

### যীশু প্রচারের জন্য প্রেরিতদের পাঠালেন

*(মার্ক 3:13-19; 6:7-13; লূক 6:12-16; 9:1-6)*

10 যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের
অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেবার ও সব রোগ-ব্যাধি
সারাবার ক্ষমতা দিলেন। 2সেই বারো জন প্রেরিতের
নাম–প্রথম হলেন শিমোন যাকে পিতর বলা হয়, তারপর
তার ভাই আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার
ভাই যোহন; 3ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও কর
আদায়কারী মথি, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থদ্দেয়,
4দেশভক্ত* শিমোন ও যীশুকে যে শত্রুর হাতে ধরিয়ে
দিয়েছিল সেই যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়।
5এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন,
"তোমরা অইহুদীদের অঞ্চলে বা শমরীয়দের কোন নগরে
যেও না, 6বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের
কাছে যেও। 7তাদের কাছে গিয়ে প্রচার কর যে 'স্বর্গরাজ্য
এসে পড়েছে।' 8তোমরা গিয়ে রোগীদের সারিয়ে তোল,
মৃতদের বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠরোগীদের শুচি করো, ভূতদের
বের করে দিও। তোমরা এসব কাজ বিনামূল্যে করো,
কারণ তোমরা সেই ক্ষমতা বিনামূল্যেই পেয়েছ।
9তোমাদের কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা,
রূপো বা টাকা পয়সা সঙ্গে নিও না। 10পথ চলতে
কোন থলি বা বাড়তি জামা-কাপড় কিংবা জুতো নিও
না, এমন কি লাঠিও নয়, কারণ আমি বলছি শ্রমিক
তার পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য।
11"তোমরা যখন কোন শহর বা গ্রামে যাবে, সেখানে
এমন কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করো যার উপর
আস্থা রাখতে পার এবং কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত
তার বাড়িতেই থেকো। 12যখন তোমরা সেই বাড়িতে
গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার লোকদের শুভেচ্ছা
জানিয়ে বলো, 'তোমাদের শান্তি হোক্!' 13সেই বাড়ির
লোকেরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে তারা

---

**দেশভক্ত** দেশভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

সেই শান্তি লাভের উপযুক্ত। কিন্তু তারা যদি তোমাদের
স্বাগত না জানায়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদেরই
কাছে ফিরে আসুক। 14কেউ যদি তোমাদের গ্রহণ না
করে বা তোমাদের কথা শুনতে না চায়, তবে সেই
বাড়ি বা সেই শহর ছেড়ে চলে যেও। যাবার সময়
সেখানকার পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। 15আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, মহাবিচারের দিনে সদোম ও
ঘমোরার* লোকদের থেকে সেই শহরের অবস্থা ভয়ঙ্কর
হবে।

### কষ্ট বিষয়ে যীশুর সতর্কবাণী

*(মার্ক 13:9-13; লূক 21:12-17)*

16"সাবধান! দেখ, আমি নেকড়ের পালের মধ্যে
মেষের মতো তোমাদের পাঠাচ্ছি। তাই তোমরা সাপের
মতো চতুর ও পায়রার মতো অমায়িক হয়ো। 17কিন্তু
লোকদের থেকে সাবধান থেকো, কারণ তারা তোমাদের
গ্রেপ্তার করে সমাজ-গৃহের মহাসভার হাতে তুলে দেবে।
আর তারা সমাজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাদের বেত
মারবে। 18আমার অনুসারী হওয়ার জন্য শাসকদের
সামনে ও রাজাদের দরবারে তোমাদের হাজির করা
হবে। তোমরা এইভাবে তাদের কাছে ও অইহুদীদের
কাছে আমার বিষয়ে বলার সুযোগ পাবে। 19তারা যখন
তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে বলবে এবং
কি বলবে সে নিয়ে চিন্তা কোর না, কারণ কি বলতে
হবে ঠিক সময়ে তা তোমাদের মুখে যুগিয়ে দেওয়া
হবে। 20মনে রেখো, তোমরা যে বলবে তা নয়; কিন্তু
তোমাদের ভেতর দিয়ে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের
আত্মাই কথা বলবেন।

21"ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য
ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে
তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। 22আমার নামের জন্য
সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে
স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে। 23যখন তারা এক শহরে
তোমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন তোমরা অন্য
শহরে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
মানবপুত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের
সমস্ত শহরে তোমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।

24"ছাত্র তার গুরু থেকে বড় নয়; আর ক্রীতদাসও
তার মনিব থেকে বড় নয়। 25ছাত্র যদি গুরুর মতো
হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের
মতো হয়ে উঠতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাকে
তারা যদি বেল্‌সবূল বলে, তবে বাড়ির অন্যদের তারা
আরো কত কি বলবে!"

### মানুষকে নয়, ঈশ্বরকে ভয় কর

*(লূক 12:2-7)*

26"তাই তাদের ভয় করো না, কারণ গুপ্ত সব বিষয়ই
প্রকাশ পাবে, গোপন সব বিষয়ই প্রকাশ করা হবে।
27অন্ধকারের মধ্যে আমি যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা
দিনের আলোতে বল। আর আমি তোমাদের কানে
কানে যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা ছাদের উপর
থেকে চিৎকার করে বল। 28যারা কেবল তোমাদের
দৈহিকভাবে হত্যা করতে পারে তাদের ভয় করো না,
কারণ তারা তোমাদের আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে
না। কিন্তু যিনি দেহ ও আত্মা উভয়ই নরকে ধ্বংস
করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। 29দুটো চড়াই
পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু
তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে
পড়ে না। 30হ্যাঁ, এমন কি তোমাদের মাথার সব চুলও
গোনা আছে। 31কাজেই তোমরা ভয় পেও না।
অনেকগুলি চড়াই পাখির থেকেও তোমাদের মূল্য ঢের
বেশী।

### তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে লোককে বলো

*(লূক 12:8-9)*

32"যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে
স্বীকার করব। 33কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে
অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের
সামনে তাকে অস্বীকার করব।

34"একথা ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি
দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি কিন্তু খড়্গ
দিতে এসেছি। 35-36আমি এই ঘটনা ঘটাতে এসেছি:

'আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের
বিরুদ্ধে, বৌমাকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।
নিজের আত্মীয়েরাই হবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড়
শত্রু।"
*মীখা 7:6*

37"যে কেউ আমার চেয়ে তার বাবা-মাকে বেশী
ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। আর
যে কেউ তার ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী
ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। 38যে
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পথে না চলে, সেও
আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। 39যে কেউ নিজের
জীবন লাভ করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে
আমার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, সে তা লাভ
করবে।

40যে তোমাদের সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তো যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। 41কেউ
যদি কোন ভাববাদীকে একজন ভাববাদী বলেই সাদরে
গ্রহণ করে, তবে ভাববাদীর যে পুরস্কার সেও তা লাভ
করবে। আর কেউ যদি কোন ধার্মিক লোককে ধার্মিক
বলে সাদরে গ্রহণ করে, তবে ধার্মিক ব্যক্তির প্রাপ্য যে
পুরস্কার সেও তা পাবে। 42এই সামান্য লোকদের মধ্যে
কাউকে যদি আমার অনুগামী বলে কেউ এক ঘটি
ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি সত্যি বলছি, সেও তার পুরস্কার
পাবে।"

---

**সদোম ও ঘমোরা** এই দুটি নগরের নাগরিকদের পাপের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সেই নগরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

### বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু

*(লূক 7:18-35)*

11 যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে এইভাবে নির্দেশ
দেওয়া শেষ করলেন। এরপর তিনি গালীল শহরে
শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার জন্য সেখান থেকে চলে
গেলেন।

2যোহন (বাপ্তাইজ) কারাগার থেকে খ্রীষ্টের কাজের
কথা শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুগামীদের যীশুর
কাছে পাঠালেন। 3অনুগামীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন,
"যাঁর আগমনের কথা ছিল, আপনি কি সেই লোক, না
আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা করব?"

4এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যা
শুনছ ও দেখছ, যোহনকে গিয়ে তা বল 5অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি
পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ
করছে, কালারা শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে,
আর দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে।
6ধন্য সেই লোক, আমাকে গ্রহণ করতে যার কোন বাধা
নেই।"

7যোহনের অনুগামীরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন
লোকদের উদ্দেশ্য করে যীশু যোহনের বিষয়ে বলতে
আরম্ভ করলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কি দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে দোলায়মান বেত গাছ? 8না তা
নয়! তাহলে কি দেখতে গিয়েছিলে? জমকালো পোশাক
পরা কোন লোককে? শোন! যারা জমকালো পোশাক
পরে তাদেরকে রাজপ্রাসাদে দেখতে পাবে। 9তাহলে
তোমরা কি দেখবার জন্য গিয়েছিলে? একজন
ভাববাদীকে? হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, যাকে তোমরা
দেখেছ তিনি ভাববাদীর চেয়েও মহান! 10তিনি সেই
লোক যার বিষয়ে শাস্ত্রে লেখা আছে,

'শোন! আমি তোমার আগে আগে আমার এক
দূতকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।'

*মালাখি 3:1*

11আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে
যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের চেয়ে কেউই মহান নয়, তবু স্বর্গরাজ্যের কোন
ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের থেকে মহান। 12বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে
আক্রান্ত হচ্ছে; আর শক্তিধর লোকেরা তা জোরের
সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে। 13যোহনের
আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটবে সকল ভাববাদী ও
মোশির বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে তা বলা হয়েছে। 14তোমরা
যদি একথা বিশ্বাস করতে রাজী থাক তবে শোন, এই
যোহনই সেই ভাববাদী এলিয়,* যাঁর আসবার কথা
ছিল। 15যার শোনবার মতো কান আছে সে শুনুক!

16"আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা
করব? এরা এমন একদল ছোট ছেলেমেয়েদের মতো
যারা হাটে বসে অন্য ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে,

17 'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, তোমরা
নাচলে না! আমরা শোকের গান গাইলাম; কিন্তু তোমরা
বিলাপ করলে না।'

18যোহন অন্য লোকদের মতো না করলেন আহার,
না করলেন পান; আর লোকেরা বলে, 'ওকে ভূতে
পেয়েছে।' 19এরপর মানবপুত্র এসে অন্য লোকদের মতো
পান ও আহার করলেন বলে লোকে বলছে, 'ঐ দেখ!
একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের
বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা তার কাজের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত
হবে।"

### অবিশ্বাসী লোকদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

*(লূক 10:13-15)*

20যে সমস্ত শহরে যীশু বেশীর ভাগ অলৌকিক
কাজ করেছিলেন, তাদের তিনি ভর্ৎসনা করলেন, কারণ
তারা তাদের মন-ফেরায় নি। তিনি তাদের বললেন,
21"ধিক্ কোরাসীন! ধিক্ বৈৎসৈদা!* তোমাদের কি
ভয়ঙ্কর দুর্দশাই না হবে! আমি তোমাদের একথা বলছি
কারণ, তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ আমি
করেছি তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে
সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই তাদের পাপের
জন্য অনুতপ্ত হয়ে চটের বস্ত্র পরে ছাই মেখে মন
ফেরাতো।* 22তাই আমি তোমাদের বলছি, বিচারের
দিনে তোমাদের থেকে সোর ও সীদোনের* অবস্থা
সহ্য করবার মত হবে। 23আর হে কফরনাহুম তুমি
নাকি স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হবে? না! তোমাকে পাতালে
নামিয়ে আনা হবে। যে সমস্ত অলৌকিক কাজ তোমার
মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সদোমে করা হত তবে
সদোম আজও টিকে থাকত! 24আমি তোমাদের বলছি,
বিচারের দিনে তোমাদের চেয়ে বরং সদোম দেশের
দশা অনেক সহনীয় হবে!"

### যীশু লোকদের শান্তি দেবার জন্য আহ্বান জানান

*(লূক 10:21-22)*

25এই সময় যীশু বললেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু,
আমার পিতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ
জগতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে এসব তত্ত্ব তুমি
গোপন রেখে শিশুর মতো সরল লোকদের কাছে তা
প্রকাশ করেছ। 26হ্যাঁ, পিতা এইভাবেই তো তুমি এটা
করতে চেয়েছিলে।

27"আমার পিতা সব কিছুই আমার হাতে সঁপে
দিয়েছেন। পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না; আর
পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না। পুত্র যার কাছে

---

**এলিয়** মালাখি 4:5-6

**কোরাসীন, বৈৎসৈদা** গালীল ঝিলের কিনারায় স্থিত নগরসকল, যেখানে যীশু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

**তারা ... ফেরাতো** তখনকার দিনের লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য এক প্রকার চটের বস্ত্র পরিধান করত। আর নিজের শরীরে ভস্ম মাখত।

**সোর ও সীদোন** লেবাননের নগর, যেখানে খুব খারাপ লোকেরা বসবাস করত।

পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।
28তোমরা যারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা
আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। 29আমার
জোয়াল তোমার কাঁধে তুলে নাও, আর আমার কাছ
থেকে শেখ, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে তোমার
প্রাণ বিশ্রাম পাবে। 30কারণ আমার দেওয়া জোয়াল
বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার দেওয়া ভার হাল্কা।"

### কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

*(মার্ক 2:23-28; লূক 6:1-5)*

12 সেই সময় একদিন যীশু এক বিশ্রামবারে শস্য
ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিষ্যদের খিদে
পাওয়ায় তাঁরা গমের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।
2কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে যীশুকে বললেন, "দেখ!
বিশ্রামবারে যা করা নিয়ম বিরুদ্ধ, তোমার শিষ্যরা
তাই করছে।"

3তখন যীশু তাঁদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন তা
কি তোমরা পড় নি? 4তিনি তো ঈশ্বরের মন্দিরে ঢুকে
সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন। দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
অবশ্যই তা খাওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না, কেবল যাজকরাই
তা খেতে পারতেন। 5এছাড়া তোমরা কি মোশির বিধি-
ব্যবস্থায় পড়নি যে বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে, যে
যাজকরা কাজ করেন তাঁরাও বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থা
লঙ্ঘন করেন; আর তার জন্য তাদের কোন দোষ হয়
না। 6কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মন্দির থেকেও মহান
কিছু এখানে আছে। 7'বলিদান ও নৈবেদ্য থেকে আমি
দয়াই চাই।'* শাস্ত্রের এই বাণীর অর্থ কি তা যদি
তোমরা জানতে, তবে যারা দোষী নয় তাদের তোমরা
দোষী করতে না।

8"কারণ মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

### যীশু পঙ্গু রোগীকে সুস্থ করেন

*(মার্ক 3:1-6; লূক 6:6-11)*

9এরপর যীশু সেখান থেকে তাদের সমাজ-গৃহে
গেলেন।

10সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটা হাত
শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। যীশুকে দোষী করবার
উদ্দেশ্য নিয়ে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "মোশির
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে কি রোগীকে সুস্থ করা
উচিত?"

11কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ধর তোমাদের মধ্যে
কারও একটা ভেড়া আছে, সেই ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে
গর্তে পড়ে যায়, তবে তুমি কি তাকে ধরে তুলবে না?
12আর ভেড়ার চেয়ে মানুষের মূল্য অনেক বেশী! তাই
মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে ভাল কাজ
করা ন্যায়সঙ্গত।"

13তারপর যীশু সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার
হাতটা বাড়িয়ে দাও।" সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে
পর সেটা ভাল হয়ে অন্য হাতটার মতো হয়ে গেল।
14তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে যীশুকে মেরে ফেলার
জন্য চক্রান্ত করতে লাগল।

### যীশু, ঈশ্বরের মনোনীত দাস

15কিন্তু যীশু সে কথা জানতে পেরে সেখান থেকে
চলে গেলেন। অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে
লাগল। তাদের মধ্যে যারা রোগী ছিল, তিনি তাদের
সকলকে সুস্থ করলেন। 16কিন্তু তাঁর এই কাজের কথা
সকলকে বলে বেড়াতে তিনি তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করে দিলেন। 17আর এইভাবে তাঁর বিষয়ে ভাববাদী
যিশাইয়র মাধ্যমে বলা ঈশ্বরের বাণী পূর্ণ হল:

18 "এই আমার দাস, এঁকে আমি মনোনীত করেছি।
আমার অতি প্রিয় জন, যাঁর উপর আমি সন্তুষ্ট। আমি
তাঁর উপরে আমার আত্মার প্রভাব রাখব, তাতে তিনি
অইহুদীদের কাছে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করবেন।
19তিনি কলহ-বিবাদ করবেন না, লোকেরা পথে
ঘাটে তাঁর গলার স্বর শুনবে না।
20মচকানো বেতগাছ তিনি ভাঙ্গবেন না, মিট্ -মিট্
করে জ্বলতে থাকা পলতেকে তিনি নিভিয়ে দেবেন
না, (যতদিন না ন্যায়নীতিকে জয়ী করতে পারেন,
ততদিন)
21সর্বজাতির লোক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখবে।"
*যিশাইয় 42:1-4*

### ঈশ্বর প্রদত্ত যীশুর পরাক্রম

*(মার্ক 3:20-30; লূক 11:14-23; 12:10)*

22সেই সময় লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে
যীশুর কাছে নিয়ে এল। লোকটা অন্ধ ও বোবা ছিল।
যীশু তাকে সুস্থ করলেন; তাতে সে দেখতে পেল ও
কথা বলতে পারল। 23এই দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে
বলল, "ইনিই কি দায়ূদের সন্তান?"

24ফরীশীরা একথা শুনে বললেন, "এ তো ভূতদের
শাসনকর্তা বেল্‌সবূলের* শক্তিতে ভূতদের তাড়ায়।"

25যীশু ফরীশীদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের
বললেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই ধ্বংস হয়ে
যায়। যে শহর বা পরিবার নিজেদের মধ্যে বিবাদে
বিভক্ত তা টিকে থাকতে পারে না। 26শয়তান যদি
ভূতকে তাড়ায় তবে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ভাগ
হয়ে গেলে তার রাজ্য কি করে টিকে থাকবে? 27আমি
যদি বেল্‌সবূলের শক্তিতে ভূত তাড়াই, তবে তোমাদের
লোকেরা কার শক্তিতে তাদের তাড়ায়? সুতরাং
তোমাদের নিজেদের অনুগামীরাই প্রমাণ করবে যে
তোমরা ভুল বলছ। 28কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার
শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো
তোমাদের কাছে এসে গেছে।"

29"আবার বলছি, কোন শক্তিমান লোককে আগে
না বেঁধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢুকে তার সব কিছু লুঠ

---

**'বলিদান ... চাই'** হোশেয় 6:6

**বেল্‌সবূল** দুষ্ট আত্মাদের রাজা, শয়তানের আরেক নাম।

করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই তো তার বাড়ির সব কিছু লুঠ করতে পারবে।

30"যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে তা ছড়াচ্ছে। 31তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথা-বার্তার ক্ষমা হবে না। 32মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই, এ যুগে বা আগামী যুগে কখনই না।

### কাজ দেখেই লোককে জানা যায়

*(লূক 6:43-45)*

33"ভাল ফল পেতে হলে ভাল গাছ থাকা দরকার; কিন্তু খারাপ গাছ থাকলে তোমরা খারাপ ফলই পাবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। 34তোমরা কালসাপ! তোমাদের মতো দুষ্ট লোকেরা কি করে ভাল কথা বলতে পারে? মানুষের অন্তরে যা আছে, মুখ দিয়ে তো সে কথাই বের হয়। 35ভাল লোক তার অন্তরে ভাল বিষয়ই সঞ্চিত রাখে, আর ভাল কথাই বলে; কিন্তু যার অন্তরে মন্দ বিষয় থাকে, সে তার মুখ দিয়ে মন্দ কথাই বলে। 36আমি তোমাদের বলছি, লোকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে। 37তোমাদের কথার সূত্র ধরেই তোমাদের নির্দোষ বলা হবে, অথবা তোমাদের কথার ওপর ভিত্তি করেই তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে।"

### ইহুদীরা যীশুর কাছে প্রমাণ চাইলেন

*(মার্ক 8:11-12; লূক 11:29-32)*

38এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে কোন চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দেখতে চাই।"

39যীশু তাদের বললেন, "এ যুগের দুষ্ট ও পাপী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। 40যোনা যেমন সেই বিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমন মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন। 41বিচারের দিনে নীনবীয় লোকেরা এই কালের লোকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দোষী করবে, কারণ নীনবীয় লোকেরা যোনার প্রচারের ফলে তাদের মন ফেরাল। আর দেখ, যোনার চেয়ে এখানে আরও একজন মহান আছেন! 42বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই যুগের লোকদের দোষী করবে, কারণ রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন!

### এই যুগের লোকেরা মন্দে পরিপূর্ণ

43"যখন কোন দুষ্ট আত্মা কোন মানুষের মধ্য থেকে বের হয়ে যায়, তখন সে জলবিহীন শুকনো অঞ্চলে বিশ্রাম পাবার জন্য ঘোরাঘুরি করতে থাকে কিন্তু তা পায় না। 44তারপর সে বলে, 'আমি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাব।' আর ফিরে এসে দেখে সেই ঘর খালি পড়ে আছে; পরিষ্কার ও সাজানো আছে। 45পরে সে গিয়ে তার থেকে আরো খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আত্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তারপর তারা সকলে সেখানে গিয়ে বাস করতে থাকে, তাতে সেই লোকটার প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। এই যুগের মন্দ লোকদের অবস্থাও সেরকম হবে।"

### যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

*(মার্ক 3:31-35; লূক 8:19-21)*

46যীশু যখন সমবেত লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 47সেই সময় একজন লোক তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

48যীশু তখন তাকে বললেন, "কে আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?" 49এরপর তিনি তাঁর অনুগামীদের দেখিয়ে বললেন, "দেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। 50হ্যাঁ, যে কেউ আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

### যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী শোনালেন

*(মার্ক 4:1-9; লূক 8:4-8)*

13 সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বের হয়ে হ্রদের ধারে এসে বসলেন। 2তাঁর চারপাশে বহু লোক এসে জড় হল, তাই তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন; আর সেই সমবেত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে রইল। 3তখন তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। 4সে যখন বীজ বুনছিল, তখন কতকগুলি বীজ পথের ধারে পড়ল; আর পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। 5আবার কতকগুলি বীজ পাথরে জমিতে পড়ল, সেখানে মাটি বেশী ছিল না। মাটি বেশী না থাকাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হল। 6কিন্তু সূর্য উঠলে পর অঙ্কুরগুলি ঝলসে গেল; আর শেকড় মাটির গভীরে যায় নি বলে তা শুকিয়ে গেল। 7আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল। কাঁটাঝোপ বেড়ে উঠে চারাগুলোকে চেপে দিল। 8কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে ফসল হতে লাগল। সে যা বুনেছিল, কোথাও তার ত্রিশগুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও শতগুণ ফসল হল। 9যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!"

### শিক্ষার সময় যীশু কেন দৃষ্টান্ত দিতেন

*(মার্ক 4:10-12; লূক 8:9-10)*

10যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "কেন আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বললেন?"

11এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "স্বর্গরাজ্যের
বিষয়ে ঈশ্বরের গুপ্ত সত্য বোঝার ক্ষমতা কেবল মাত্র
তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে এ ক্ষমতা
দেওয়া হয় নি। 12কারণ যার কিছু আছে, তাকে আরও
দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে; কিন্তু যার নেই,
তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া
হবে। 13আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলি,
কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না আর
তারা বোঝেও না। 14এদের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই
ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে:

'তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু বুঝবে না। তোমরা
তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু কিছুই দেখবে না। 15এইসব
লোকদের অন্তর অসাড়, এরা কানে শোনে না, চোখ
থাকতেও সত্য দেখতে অস্বীকার করে। এরকমটাই
ঘটেছে যেন এরা চোখে দেখে, কানে শুনে আর অন্তরে
বুঝে ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।'
*যিশাইয় 6:9-10*

16কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখতে পায়;
আর ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায়। 17আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ অনেক
ভাববাদী ও ধার্মিক লোকেরা দেখতে চেয়েও তা দেখতে
পায় নি। আর তোমরা যা যা শুনছ, তা তারা শুনতে
চেয়েও শুনতে পায় নি।

### বীজ বোনার দৃষ্টান্ত

*(মার্ক 4:13-20; লূক 8:11-15)*

18"এখন তবে সেই চাষী ও তার বীজ বোনার মর্মার্থ
শোন। 19কেউ যখন স্বর্গরাজ্যের শিক্ষার বিষয় শুনেও
তা বোঝে না, তখন দুষ্ট আত্মা এসে তার অন্তরে যা
বোনা হয়েছিল তা সরিয়ে নেয়। এটা হল সেই পথের
ধারে পড়া বীজের কথা। 20আর পাথুরে জমিতে যে
বীজ পড়েছিল, তা সেই সব লোকদের কথাই বলে
যারা স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের
সাথে তা গ্রহণ করে; 21কিন্তু তাদের মধ্যে সেই শিক্ষার
শেকড় ভাল করে গভীরে যেতে দেয় না ব'লে তারা
অল্প সময়ের জন্য স্থির থাকে। যখন সেই শিক্ষার জন্য
সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাড়না আসে, তখনই তারা পিছিয়ে
যায়। 22কাঁটাঝোপে যে বীজ পড়েছিল, তা এমন
লোকদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শোনে; কিন্তু
সংসারের চিন্তা-ভাবনা ও ধন-সম্পত্তির মায়া সেই
শিক্ষাকে চেপে রাখে। সেজন্য তাদের জীবনে কোন
ফল হয় না। 23যে বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে বোনা হল, তা
এমন লোকদের কথা প্রকাশ করে যারা শিক্ষা শোনে,
তা বোঝে এবং ফল দেয়। কেউ একশ গুণ, কেউ ষাট
গুণ, আর কেউ বা তিরিশ গুণ ফল দেয়।

### গম এবং শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত

24এবার যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত
রাখলেন। "স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো যিনি
তাঁর জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। 25কিন্তু লোকেরা
যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল, তখন সেই মালিকের শত্রু
এসে গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে দিয়ে চলে
গেল। 26শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল,
তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল। 27সেই মালিকের
মজুররা এসে তাঁকে বলল, 'আপনি কি জমিতে ভাল
বীজ বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে এল?'

28"তিনি তাদের বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কোন শত্রুর
কাজ।'

"তাঁর চাকরেরা তখন তাঁকে বলল, 'আপনি কি
চান, আমরা গিয়ে কি শ্যামা ঘাসগুলি উপড়ে ফেলব?'

29"তিনি বললেন, 'না, কারণ তোমরা যখন শ্যামা
ঘাস ওপড়াতে যাবে তখন হয়তো ঐগুলোর সঙ্গে
গমের গাছগুলোও উপড়ে ফেলবে। 30ফসল কাটার সময়
না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে সব বাড়তে দাও। পরে ফসল
কাটার সময় আমি মজুরদের বলব তারা যেন প্রথমে
শ্যামা ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি আঁটি করে বাঁধে ও তা
পুড়িয়ে দেয় এবং গম সংগ্রহ ক'রে গোলায় তোলে।'"

### যীশু আরো দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দিলেন

*(মার্ক 4:30-34; লূক 13:18-21)*

31যীশু তাদের সামনে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন:
"স্বর্গরাজ্য এমন একটা সরষে-দানার মতো যা নিয়ে
কোন একজন লোক তার জমিতে লাগাল। 32সমস্ত
বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ
হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর থেকে
বড় হয়ে একটা বড় গাছে পরিণত হয়, যাতে পাখিরা
এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।"

33তিনি তাদের আর একটা দৃষ্টান্ত বললেন: "স্বর্গরাজ্য
যেন খামিরের মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে একতাল
ময়দার সঙ্গে মেশাল ও তার ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁপে
উঠল।"

34জনসাধারণের কাছে উপদেশ দেবার সময় যীশু
প্রায়ই এই ধরণের দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি দৃষ্টান্ত ছাড়া
কোন শিক্ষাই দিতেন না। 35যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে
ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়:

"আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলব; জগতের সৃষ্টি
থেকে যে সমস্ত বিষয় এখনও গুপ্ত আছে সেগুলি
প্রকাশ করব।" *গীতসংহিতা 78:2*

### যীশু কঠিন গল্পের ব্যাখ্যা দিলেন

36পরে যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।
তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "সেই ক্ষেতের
ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

37এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "যিনি ভাল
বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। 38জমি বা ক্ষেত হল
এই জগত, স্বর্গরাজ্যের লোকেরা হল ভাল বীজ। আর
শ্যামাঘাস তাদেরকেই বোঝাচ্ছে, যারা মন্দ লোক।
39গমের মধ্যে যে শত্রু শ্যামা ঘাস বুনে দিয়েছিল, সে
হল দিয়াবল। ফসল কাটার সময় হল জগতের শেষ

সময় এবং মজুররা যারা সংগ্রহ করে, তারা ঈশ্বরের স্বর্গদূত।

40"শ্যামা ঘাস জড় ক'রে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পৃথিবীর শেষের সময়েও ঠিক তেমনি হবে। 41মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন, আর যারা পাপ করে ও অপরকে মন্দের পথে ঠেলে দেয়, তাদের সবাইকে সেই স্বর্গদূতেরা মানবপুত্রের রাজ্যের মধ্য থেকে একসঙ্গে জড় করবেন। 42তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। 43তারপর যারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে, তারা পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!

### গুপ্তধন ও মুক্তার দৃষ্টান্তমূলক গল্প

44"স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধনের মতো। একজন লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার সেই ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। সে এতে এত খুশী হল যে সেখান থেকে গিয়ে তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি কিনল।

45"আবার স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরের মতো, যে ভাল মুক্তা খুঁজছিল। 46যখন সে একটা খুব দামী মুক্তার খোঁজ পেল, তখন গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটাই কিনল।

### মাছ ধরা জালের দৃষ্টান্ত

47"স্বর্গরাজ্য আবার এমন একটা বড় জালের মতো, যা সমুদ্রে ফেলা হলে তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়ল। 48জাল পূর্ণ হলে লোকেরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল, পরে তারা বসে ভাল মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখল এবং খারাপগুলো ফেলে দিল। 49জগতের শেষের দিনে এই রকমই হবে। স্বর্গদূতরা এসে ধার্মিক লোকদের মধ্য থেকে দুষ্ট লোকদের আলাদা করবেন। 50স্বর্গদূতরা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দুষ্ট লোকদের ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

51যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এসব কথা বুঝলে?"

তারা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি।"

52তখন তিনি তাদের বললেন, "প্রত্যেক ব্যবস্থার শিক্ষক, যিনি স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি এমন একজন গৃহস্থের মতো, যিনি তাঁর ভাঁড়ার থেকে নতুন ও পুরনো উভয় জিনিসই বার করেন।"

### যীশু নিজের শহরে যাত্রা করলেন

*(মার্ক 6:1-6; লূক 4:16-30)*

53যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি বলার পর সেখান থেকে চলে গেলেন। 54তারপর তিনি নিজের শহরে গিয়ে সেখানে সমাজ-গৃহে তাদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "এই জ্ঞান ও এই সব অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা এ কোথা থেকে পেল? 55এ কি সেই ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? আর এর ভাইদের নাম কি যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা নয়? 56আর এর সব বোনেরা এখানে আমাদের মধ্যে কি থাকে না? তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেল?"

57এইভাবে তাঁকে মেনে নিতে তারা মহাসমস্যায় পড়ল।

কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম ও বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই ভাববাদী সম্মান পান।"

58তাঁর প্রতি লোকদের অবিশ্বাস দেখে তিনি সেখানে বেশী অলৌকিক কাজ করলেন না।

### হেরোদ যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

*(মার্ক 6:14-29; লূক 9:7-9)*

14 সেইসময় গালীলের শাসনকর্তা হেরোদ, যীশুর বিষয় শুনতে পেলেন। 2তিনি তাঁর চাকরদের বললেন, "এই লোক নিশ্চয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। সে নিশ্চয়ই মৃত লোকদের মধ্য থেকে বেঁচে উঠেছে; আর সেই জন্যই এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারছে।"

### বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিহত হলেন

3এই হেরোদই যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারের মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার অনুরোধেই তিনি একাজ করেছিলেন। 4কারণ যোহন হেরোদকে বার-বার বলতেন, "হেরোদিয়াকে তোমার ঐভাবে রাখা বৈধ নয়।" 5হেরোদ এইজন্য যোহনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লোকদের ভয় করতেন, কারণ সাধারণ লোক যোহনকে ভাববাদী বলে মানত।

6এরপর হেরোদের জন্মদিন এল, সেই উৎসবে হেরোদিয়ার মেয়ে, হেরোদ ও তাঁর অতিথিদের সামনে নেচে হেরোদকে খুব খুশী করল। 7সেজন্য হেরোদ শপথ করে বললেন যে, সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন। 8মেয়েটি তার মায়ের পরামর্শ অনুসারে বলল, "থালায় করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা আমায় এনে দিন।" 9যদিও রাজা হেরোদ এতে খুব দুঃখিত হলেন, তবু তিনি শপথ করেছিলেন বলে এবং যারা তার সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তারা সেই শপথের কথা শুনেছিলেন বলে, সম্মানের কথা ভেবে তিনি তা দিতে হুকুম করলেন। 10তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারের মধ্যে যোহনের শিরশ্ছেদ করালেন। 11এরপর যোহনের মাথাটি থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দেওয়া হ'লে, সে তা নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। 12তারপর যোহনের অনুগামীরা এসে তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন। আর তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন।

### যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

*(মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)*

13যীশু সব কথা শুনে একা একটা নৌকা ক'রে সেখান থেকে রওনা হয়ে কোন এক নির্জন জায়গায়

চলে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে বিভিন্ন নগর থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথ ধরে তাঁর সঙ্গ ধরল। 14তিনি নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখলেন বহুলোক জড় হয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর করুণা হল। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সকলকে তিনি সুস্থ করলেন।

15সন্ধ্যা হলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এ জনহীন প্রান্তর, আর এখন বেলাও শেষ হয়ে এল, এই লোকদের চলে যেতে বলুন, তারা যেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনে নিতে পারে।"

16কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "তাদের যাবার দরকার নেই, তোমরাই তাদের কিছু খেতে দাও।"

17তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

18তিনি তাঁদের বললেন, "ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এস।" 19এরপর তিনি সেই লোকদের ঘাসের উপর বসে যেতে বললেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে সেই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের হাতে পরিবেশন করার জন্য দিলেন। শিষ্যরা এক এক ক'রে লোকদের তা দিলেন। 20আর লোকেরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা খাবারের টুকরো-টাকরা তুলে নিলে তাতে বারোটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল। 21যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া পাঁচ হাজার পুরুষ মানুষ ছিল।

### যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন

*(মার্ক 6:45-52; যোহন 6:15-21)*

22এর পরই যীশু তাঁর শিষ্যদের নৌকায় করে হ্রদের অপর পারে তাঁর সেখানে পৌঁছবার আগে যেতে বললেন। এরপর তিনি লোকদের বিদায় জানালেন। 23লোকদের বিদায় দিয়ে, প্রার্থনা করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। অন্ধকার হয়ে গেলেও তিনি সেখানে একাই রইলেন। 24নৌকাটি তীর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল, উল্টো হাওয়া বইতে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে দুলছিল।

25সকাল তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে যীশুর শিষ্যরা নৌকায় ছিলেন। এমন সময় যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। 26যীশুকে হ্রদের জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে শিষ্যরা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, তারা "ভূত, ভূত" বলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

27সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের বললেন, "এতো আমি! সাহস কর! ভয় কোর না!"

28এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু, এ যদি সত্যিই আপনি হন, তবে জলের উপর দিয়ে আমাকেও আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন।"

29যীশু বললেন, "এস!"

পিতর তখন নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যীশুর দিকে এগোতে লাগলেন। 30কিন্তু যখন দেখলেন প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে, তখন খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলেন আর চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, আমাকে বাঁচান!"

31যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে পিতরকে ধরে ফেলে বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি কেন সন্দেহ করলে?"

32যীশু ও পিতর নৌকায় উঠলে পর ঝোড়ো বাতাস থেমে গেল। 33যাঁরা নৌকায় ছিলেন তাঁরা যীশুকে প্রণাম করে বললেন, "আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র।"

34তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ অঞ্চলে এলেন। 35সেই অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে, সেই অঞ্চলের সব জায়গায় লোকদের কাছে তাঁর আসার খবর রটিয়ে দিল। তখন লোকেরা তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সকলকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। 36তারা যীশুকে অনুরোধ করল, যেন সেই রোগীরা কেবল তার পোষাকের ঝালর স্পর্শ করতে পারে। আর যারা স্পর্শ করল, তারাই সুস্থ হয়ে গেল।

### মানুষের তৈরী নিয়ম ও ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা

*(মার্ক 7:1-23)*

15 জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন, 2"আমাদের পিতৃপুরুষরা যে নিয়ম আমাদের দিয়েছেন, আপনার অনুগামীরা কেন তা মেনে চলে না? খাওয়ার আগে তারা ঠিকমতো হাত ধোয় না!"

3এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের পরম্পরাগত আচার পালনের জন্য তোমরাই বা কেন ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করো? 4কারণ ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমার বাবা-মাকে সম্মান করো।'* আর 'যে কেউ তার বাবা-মার নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।'* 5কিন্তু তোমরা বলে থাকো, কেউ যদি তার বাবা কিংবা মাকে বলে, 'আমি তোমাদের কিছুই সাহায্য করতে পারব না, কারণ তোমাদের দেবার মত যা কিছু সব আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দানস্বরূপ উৎসর্গ করেছি।' 6তবে বাবা-মায়ের প্রতি তার কর্তব্য কিছু থাকে না। তাই তোমাদের পরম্পরাগত রীতির দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আদেশ মূল্যহীন করেছো। 7তোমরা হলে ভণ্ড! ভাববাদী যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে ঠিকই ভাববাণী করেছেন:

8'এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।

9এরা আমার যে উপাসনা করে তা মিথ্যা, কারণ এরা যে শিক্ষা দেয় তা মানুষের তৈরী কতকগুলি নিয়ম মাত্র।"' *যিশাইয় 29:13*

10এরপর যীশু লোকদের তার কাছে ডেকে বললেন, "আমি যা বলি তা শোন ও তা বুঝে দেখ। 11মানুষ যা

---

**'তোমার ... করো'** যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

**'যে ... হবে'** যাত্রা 21:17

খায় তা মানুষকে অশুচি করে না; কিন্তু মুখের ভেতর থেকে যা বের হয়ে আসে, তাই মানুষকে অশুচি করে।”

**12**তখন যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “আপনি কি জানেন ফরীশীরা আপনার এই কথা শুনে অপমান বোধ করছেন?”

**13**এর উত্তরে যীশু বললেন, “যে চারাগুলি আমার স্বর্গের পিতা লাগান নি, সেগুলি উপড়ে ফেলা হবে। **14**তাই ওদের কথা বাদ দাও। ওরা নিজেরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধদের পথ দেখাচ্ছে। দেখ, অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।”

**15**তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আপনি যা বললেন তার অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।”

**16**যীশু বললেন, “তোমরাও কি এখনও বুঝতে পারছ না? **17**তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যায় তা উদরে গিয়ে পৌঁছায় ও পরে তা বেরিয়ে পায়খানায় পড়ে। **18**কিন্তু মুখের মধ্য থেকে যা বের হয় তা মানুষের অন্তর থেকেই বের হয় আর তাই মানুষকে অশুচি ক’রে তোলে।

**19**আমি একথা বলছি কারণ মানুষের অন্তর থেকেই সমস্ত মন্দচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, যৌনপাপ, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বার হয়। **20**এসবই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ অশুচি হয় না।”

### যীশু ও একজন অইহুদী স্ত্রীলোক

*(মার্ক 7:24-30)*

**21**এরপর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গেলেন। **22**একজন কনান দেশীয় স্ত্রীলোক সেই অঞ্চল থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন! একটা ভূত আমার মেয়ের উপর ভর করছে, তাতে সে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে।”

**23**যীশু তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন তাঁর শিষ্যরা এসে যীশুকে অনুরোধ করে বললেন, “ওকে চলে যেতে বলুন, কারণ ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছন পিছন আসছে।”

**24**এর উত্তরে যীশু বললেন, “সকলের কাছে নয়, কেবল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।”

**25**তখন সেই স্ত্রীলোকটি যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, “প্রভু, দয়া করে আমায় সাহায্য করুন!”

**26**এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া ঠিক নয়।”

**27**স্ত্রীলোকটি তখন বলল, “হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু মনিবদের টেবিল থেকে খাবারের যে সব টুকরো পড়ে, কুকুরেই তা খায়।”

**28**তখন যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস! যাও, তুমি যেমন চাইছ, তেমনই হোক৷” আর সেই মুহূর্ত থেকেই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেল।

### যীশু বহু মানুষকে আরোগ্যদান করলেন

**29**এরপর যীশু সেখান থেকে গালীল হ্রদের তীর ধরে চললেন। তিনি একটা পাহাড়ের ওপর উঠে সেখানে বসলেন।

**30**আর বহু লোক সেখানে এসে জড়ো হল, তারা খোঁড়া, অন্ধ, নূলা, বোবা এবং আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে এল। তারা ঐসব রোগীদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল, আর যীশু তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। **31**লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে, নুলো সুস্থ সবল হচ্ছে, খোঁড়া চলাফেরা করছে, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল আর ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

### যীশু চার হাজারেরও বেশী লোককে খাওয়ালেন

*(মার্ক 8:1-10)*

**32**যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এই লোকদের জন্য আমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; এদের কাছে আর কোন খাবার নেই। এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের আমি চলে যেতে বলতে পারি না, তাহলে হয়তো এরা পথে মূর্ছা যাবে।”

**33**তখন শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এত লোককে খাওয়ানোর মতো অতো খাবার আমরা কোথায় পাবো?”

**34**যীশু তাঁদের বললেন, “তোমাদের কাছে কটা রুটি আছে?”

তারা বললেন, “সাতখানা রুটি ও কয়েকটা ছোট মাছ আছে।”

**35**যীশু সেই সব লোককে মাটিতে বসে যেতে বললেন। **36**তারপর তিনি সেই সাতটা রুটি ও মাছ ক’টা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেই রুটি টুকরো ক’রে শিষ্যদের হাতে দিলেন, আর শিষ্যরা তা লোকদের দিতে লাগলেন। **37**লোকেরা সবাই বেশ পেট ভরে খেল। টুকরো-টাকরা যা পড়ে রইল, তা তোলা হলে পর তা দিয়ে সাতটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল। **38**যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষ মানুষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। **39**এরপর যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে নৌকায় উঠে মগদনের অঞ্চলে গেলেন।

### ইহুদী নেতারা যীশুকে পরীক্ষা করলেন

*(মার্ক 8:11-13; লূক 12:54-56)*

**16** ফরীশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাই তারা ঐশ্বরিক শক্তির চিহ্নস্বরূপ কোন অলৌকিক কাজ ক’রে দেখাতে বললেন।

**2**এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাকো দিনে আবহাওয়া ভাল থাকবে, কারণ আকাশের রঙ লাল হয়েছে। **3**আবার সকাল বেলা বলে থাকো, আজকে ঝোড়ো আবহাওয়া চলবে কারণ

আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে। তোমরা আকাশের অবস্থা ভালই বিচার করে বোঝ, অথচ কালের চিহ্ন বুঝতে পারো না। 4এযুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না।" এরপর যীশু তাদের ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

### ইহুদী নেতাদের বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

*(মার্ক 8:14-21)*

5যীশু ও তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে যাবার সময় সঙ্গে রুটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। 6তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সাবধান! ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থেকো।"

7শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা রুটি আনিনি ব'লে সম্ভবতঃ উনি এই কথা বলছেন?"

8তাঁরা কি বলাবলি করছে, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসী মানুষেরা, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেন বলাবলি করছ যে তোমাদের রুটি নেই? 9তোমরা কি বোঝ না অথবা তোমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচ খানা রুটির কথা, আর তারপরে কত টুকরি তোমরা ভর্তি করেছিলে? 10আবার সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতখানা রুটির কথা, আর কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে? 11তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমি তোমাদের রুটির বিষয় বলিনি? আমি তোমাদের ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি।"

12তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে রুটির খামির থেকে তিনি তাঁদের সতর্ক হতে বলেন নি; কিন্তু বলেছিলেন তাঁরা যেন ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান হন।

### পিতর বললেন যীশুই খ্রীষ্ট

*(মার্ক 8:27-30; লূক 9:18-21)*

13 এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "মানবপুত্র* কে? এবিষয়ে লোকে কি বলে?"

14তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বলে এলিয়,* আবার কেউ বলে আপনি যিরমিয়* বা ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন।"

15তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?"

16এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, "আপনি সেই মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"

17এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "যোনার ছেলে শিমোন, তুমি ধন্য, কোনো মানুষের কাছ থেকে একথা তুমি জাননি; কিন্তু আমার স্বর্গের পিতা একথা তোমায় জানিয়েছেন। 18আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর* আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তি* তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না। 19আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এই পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হ'তে দেবে তা স্বর্গেও হ'তে দেওয়া হবে।" 20এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, যেন তারা কাউকে না বলেন তিনিই খ্রীষ্ট।

### যীশুর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

21সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে; আর সেখানে কিভাবে তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও তিনদিনের মাথায় তিনি মৃত্যুলোক থেকে বেঁচে উঠবেন।

22তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "প্রভু, এসবের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন! এর কোন কিছুই আপনার প্রতি ঘটবে না!"

23যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার বাধাস্বরূপ। তুমি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের যা তা তুমি ভাবছ না।"

24এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কেউ যদি আমায় অনুসরণ করতে চায় তবে সে নিজেকে 'অস্বীকার করুক' আর নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক। 25যে কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার নিজের প্রাণ হারাতে চাইবে, সে তা রক্ষা করবে। 26কেউ যদি সমস্ত জগৎ লাভ ক'রে তার প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ? প্রাণ ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মতো কি-ই বা থাকতে পারে? 27মানবপুত্র যখন তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে প্রতিদান দেবেন। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা কোনও মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত মানবপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখে।"

---

**মানবপুত্র** যীশু নিজের জন্য এই নাম ব্যবহার করেছিলেন। দানিয়েল 7:13-14 মশীহর জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যে নাম ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের উদ্ধার করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

**এলিয়** যীশুর অনেক বৎসর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলেছিলেন।

**যিরমিয়** এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি যীশুর জন্মের অনেক বৎসর পূর্বে মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছিলেন।

**পিতর** নামের অর্থ পাথর।

**মৃত্যুর কোন শক্তি** আক্ষরিক অর্থে, "মৃত্যুর দরজা।"

### মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে যীশুকে দেখা গেল

*(মার্ক 9:2-13; লূক 9:28-36)*

17 ছ'দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তার ভাই
যোহনকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন এক পাহাড়ের চূড়ায়
গিয়ে উঠলেন। 2সেখানে তাদের সামনে যীশুর রূপান্তর
হোল। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর
পোশাক আলোর মত সাদা হয়ে গেল। 3তারপর হঠাৎ
মোশি ও এলিয় তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যীশুর
সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

4এই দেখে পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, ভালই
হয়েছে যে আমরা এখানে আছি! যদি আপনার ইচ্ছে
হয় তবে আমি এখানে তিনটে তাঁবু খাটাতে পারি,
একটা হবে আপনার, একটা মোশির জন্য আর একটা
এলিয়র জন্য।"

5পিতর যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় একটা
উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে দিল। সেই মেঘ থেকে
একটি স্বর শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর
প্রতি আমি খুবই প্রীত। তোমরা এঁর কথা শোন!"

6যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে খুব ভয় পেয়ে মাটিতে
উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। 7তখন যীশু এসে তাদের
স্পর্শ করে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।" 8তাঁরা মুখ
তুলে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে
পেলেন না। 9তাঁরা যখন সেই পাহাড় থেকে নেমে
আসছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের বললেন, "তোমরা
যা দেখলে, তা মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বলো না।"

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,
"তাহলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা কেন ব'লে থাকেন যে, প্রথমে
এলিয়র আসা আবশ্যক?"*

11এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "এলিয় আসবেন,
আর তিনি সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন। 12কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, এলিয় এসে গেছেন, আর লোকে
তাকে চেনেনি। লোকেরা তার প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার
করেছে। মানবপুত্রকেও তাদের হাতে সেই একই রকম
নির্যাতন ভোগ করতে হবে।" 13তখন তাঁর শিষ্যরা বুঝতে
পারলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা
বলছেন।

### যীশু অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করলেন

*(মার্ক 9:14-29; লূক 9:37-43)*

14যীশু যখন লোকদের মাঝে আবার ফিরে এলেন,
তখন একজন লোক যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে
হাঁটু গেড়ে বলল, 15"প্রভু আমার ছেলেটিকে দয়া করুন!
তার মৃগী রোগ হয়েছে, তাতে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে
প্রায়ই হয় আগুনে, নয় তো জলে পড়ে যায়। 16আমি
তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা
তাকে সুস্থ করতে পারেন নি।"

17এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা অবিশ্বাসী ও
দুষ্ট প্রকৃতির লোক! কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে
থাকব? কতকাল আমি তোমাদের বহন করব? ছেলেটিকে
আমার কাছে নিয়ে এস।" 18তখন যীশু সেই ভূতকে
তিরস্কার করলে ভূতটি ছেলেটির মধ্য থেকে বার হয়ে
গেল; আর সেই মুহূর্ত থেকেই ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
গেল।

19পরে শিষ্যেরা একান্তে যীশুর কাছে এসে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা সেই ভূতকে তাড়াতে
পারলাম না কেন?"

20যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অল্প বিশ্বাসের
কারণেই তোমরা তা পারলে না। আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, ছোট্ট সরষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাসও যদি
তোমাদের থাকে, তবে তোমরা যদি এই পাহাড়কে
বল, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও', তবে তা সরে
যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।"
21*

### যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

*(মার্ক 9:30-32; লূক 9:43-45)*

22যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা একসঙ্গে যখন গালীলে
ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন যীশু তাঁদের বললেন,
"মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 23তারা
তাঁকে হত্যা করবে; কিন্তু তিন দিনের দিন মানবপুত্র
মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।" এতে শিষ্যেরা খুবই
দুঃখিত হলেন।

### কর দেওয়ার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

24যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কফরনাহুমে গেলে, মন্দিরের
জন্য যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে
বলল, "আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?"

25পিতর বললেন, "হ্যাঁ, দেন।"

আর তিনি ঘরে গিয়ে কিছু বলার আগেই যীশু
প্রথমে তাঁকে বললেন, "শিমোন, তোমার কি মনে হয়?
এই পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে নানারকম কর
আদায় করে? তারা কি তাদের নিজের সন্তানদের কাছ
থেকে কর আদায় করে, না বাইরের লোকেদের কাছ
থেকে কর আদায় করে?"

26পিতর বললেন, "তারা অন্য লোকদের কাছ থেকেই
আদায় করে।"

তখন যীশু বললেন, "তাহলে তাদের সন্তানদের
জন্য ছাড় আছে। 27কিন্তু আমরা যেন ঐ কর
আদায়কারীদের কোনরকম অপমান বোধের কারণ না
হই, সেইজন্য তুমি হ্রদে গিয়ে বঁড়শী ফেল আর প্রথমে
যে মাছটা উঠবে তা নিয়ে এসে, সেই মাছটার মুখ
খুললে তুমি একটি মুদ্রা পাবে, ওটা দিয়ে আমার ও
তোমার দেয় কর মিটিয়ে দিও।"

---

**এলিয়র ... আবশ্যক** মালাখি 4:5-6

**পদ 21** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 21 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া আর কিছুতেই ঐরূপ আত্মা বের হয় না।"

### কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

*(মার্ক 9:33-37; লূক 9:46-48)*

18 সেই সময় যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে
বললেন, "প্রভু, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"
2তখন যীশু একটি শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে বললেন, 3"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন
পর্যন্ত না তোমাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই শিশুদের
মতো হও, ততদিন তোমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ
করতে পারবে না। 4তাই, যে কেউ নিজেকে নত-নম্র
করে শিশুর মতো হয়ে ওঠে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ।
5"আর যে কেউ এরকম কোন সামান্য সেবককে
আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।
6এইরকম নম্র মানুষদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস
করে, তাদের কারও বিশ্বাসে যদি কেউ বিঘ্ন জন্মায়,
তবে তার গলায় ভারী একটা যাঁতা বেঁধে সমুদ্রের
অতল জলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল
হবে। 7ধিক্ এই জগত সংসার! কারণ এখানে কত
রকমেরই না প্রলোভনের জিনিস আছে। প্রলোভন
জগতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে যার
দ্বারা তা আসে। 8তাই তোমার হাত কিংবা পা যদি
তোমার প্রলোভনে পড়ার কারণস্বরূপ হয়, তবে তা
কেটে ফেল। দুহাত ও পা নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে
পড়ার চেয়ে বরং নুলো বা খোঁড়া হয়ে অনন্ত জীবনে
প্রবেশ করা ভাল। 9তোমার চোখ যদি তোমাকে
প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে
ফেলে দিও। দুচোখ নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পড়ার
চেয়ে বরং কানা হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা তোমার
পক্ষে ভাল।

### যীশু হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার দৃষ্টান্ত দিলেন

*(লূক 15:3-7)*

10"দেখো, তোমরা আমার এই নম্র মানুষদের মধ্যে
একজনকেও তুচ্ছ করো না, কারণ আমি তোমাদের
বলছি যে স্বর্গে তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার
স্বর্গীয় পিতার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। 11 *
12"তোমরা কি মনে কর? যদি কোন লোকের
একশোটি ভেড়া থাকে, আর তার মধ্যে যদি একটা
ভুল পথে চলে যায় তবে সে কি নিরানব্বইটাকে পাহাড়ের
ধারে রেখে দিয়ে সেই হারানো ভেড়াটা খুঁজতে যাবে
না? 13আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যখন সে সেই
ভেড়াটা খুঁজে পায় তখন যে নিরানব্বইটা ভুল পথে
যায় নি, তাদের চেয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে
ফিরে পেয়ে সে বেশী আনন্দ করে। 14ঠিক সেইভাবে,
তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি চান না যে
এই ছোটদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়।

**পদ 11** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 11 যুক্ত করা হয়েছে:
"মানবপুত্র হারিয়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন।"

### যখন কেউ কোন অন্যায় করে

*(লূক 17:3)*

15"তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন অন্যায়
করে, তবে তার কাছে একান্তে গিয়ে তার দোষ দেখিয়ে
দাও। সে যদি তোমার কথা শোনে, তবে তুমি তাকে
আবার তোমার ভাই বলে ফিরে পেলে। 16কিন্তু সে যদি
তোমার কথা না শোনে, তবে আরো দু'একজনকে
সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও, যেন ঐ দু'জন কিংবা
তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেকটা বিষয় সত্য বলে
প্রমাণিত হয়। 17সে যদি তাদের কথা শুনতে না চায়,
তবে মণ্ডলীতে তা জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর
কথাও শুনতে না চায়, তবে সে তোমার কাছে বিধর্মী
ও কর আদায়কারীর মত হোক।
18"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা
যা বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বাঁধা হবে। আর পৃথিবীতে
তোমরা যা খুলে দেবে স্বর্গেও তা খুলে দেওয়া হবে।
19"আমি তোমাদের আবার বলছি, পৃথিবীতে
তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি একমত হয়ে কোন বিষয়
নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের
জন্য তা পূরণ করবেন। 20একথা সত্য, কারণ আমার
অনুসারীদের মধ্যে দু'জন কিংবা তিনজন যেখানে আমার
নামে সমবেত হয়, সেখানে তাদের মাঝে আমি আছি।"

### ক্ষমার বিষয়ে দৃষ্টান্ত

21তখন পিতর যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন,
"প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে কতবার অন্যায়
করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব
কি?" 22যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি,
কেবল সাত বার নয়, কিন্তু সাতকে সত্তর দিয়ে গুণ
করলে যতবার হয় ততবার।"
23"স্বর্গরাজ্য এভাবে তুলনা করা যায়, যেমন একজন
রাজা যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব মিটিয়ে দিতে
বললেন। 24তিনি যখন হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন
তাদের মধ্যে একজন লোককে আনা হোল যে রাজার
কাছে দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধারত। 25কিন্তু তার সেই
ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তখন সেই মনিব
রাজা হুকুম করলেন যেন সেই লোকটাকে, তার স্ত্রী ও
ছেলেমেয়েকে, আর তার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি
ক'রে পাওনা আদায় করা হয়।
26"তাতে সেই দাস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মনিবের
পা ধরে বলল, 'আমার ওপর ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার
সমস্ত ঋণই শোধ করে দেব।' 27সেই কথা শুনে সেই
দাসের প্রতি মনিবের অনুকম্পা হল, তিনি তার সব
ঋণ মকুব করে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন।
28"কিন্তু সেই দাস ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে তার
একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার কাছে প্রায়
একশো মুদ্রা ধারত। সেই দাস তখন তার গলা টিপে
ধরে বলল, 'তুই যে টাকা ধার করেছিস তা শোধ কর।'
29"তখন তার সহকর্মী তার সামনে উপুড় হয়ে অনুনয়
করে বলল, 'আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর। আমি তোমার সব

ঋণ শোধ করে দেব।' 30কিন্তু সে তাতে রাজী হল না, বরং ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে রাখল। 31তার অন্য সহকর্মীরা এই ঘটনা দেখে খুবই দুঃখ পেল, তাই তারা গিয়ে তাদের মনিবদের কাছে যা যা ঘটেছে সব জানাল।

32"তখন সেই মনিব তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট দাস! তুমি আমায় অনুরোধ করলে আর আমি তোমার সব ঋণ মকুব করে দিলাম! 33আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার দয়া করা উচিত ছিল না।' 34তখন তার মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে কারাগারে দিয়ে দিলেন।

35"তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গের পিতাও তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করবেন।"

### বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

*(মার্ক10:1-12)*

19 এসব কথা বলা শেষ করে যীশু গালীল ছেড়ে যর্দন নদীর অন্য পারে যিহূদিয়া প্রদেশে এলেন। 2বহুলোক তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগল আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন।

3সেই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোকের পক্ষে তার খুশী মতো যে কোন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি বিধি-সম্মত?"

4যীশু বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি, যে শুরুতেই ঈশ্বর 'তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন?'* 5এরপর ঈশ্বর বলেছিলেন, 'এজন্য মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে, আর সেই দুজন এক দেহ হবে।'* 6তাই তারা আর দু'জন নয় কিন্তু একজন। তাই ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক না করুক।"

7তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তবে মোশির বিধানে শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছেদ পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিষয়ে লেখা আছে কেন?"

8তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অন্তরের কঠিনতার জন্যই মোশি সেই বিধান দিয়েছিলেন, শুরুতে কিন্তু এরকম ছিল না। 9তাই আমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।"*

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিস্থিতি যখন এমনই হয়, তখন বিয়ে না করাই ভাল।"

11যীশু তাঁদের বললেন, "সবাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কেবল যাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই তা মেনে নিতে পারে। 12কিছু লোক নপুংসক হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, যারা বিয়ে করেই না। আর কিছু লোককে মানুষে খোজা করে দেয়, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বিয়ে করতে চায় না। যে কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।"

### যীশু ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

*(মার্ক10:13-16; লূক 18:15-17)*

13এরপর লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করেন; কিন্তু যীশুর শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14তখন যীশু তাদের বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধা দিও না, ওদের আমার কাছে আসতে নিষেধ করো না; এদের মতো লোকদের জন্যই তো স্বর্গরাজ্য।" 15এরপর যীশু সব ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত রাখলেন; তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

### একজন ধনী লোক যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করল

*(মার্ক10:17-31; লূক 18:18-30)*

16একজন লোক একদিন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন ভাল কাজ করতে হবে?"

17যীশু তাকে বললেন, "কোনটি ভাল একথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? ভাল তো কেবল একজনই আর তিনি ঈশ্বর। যাই হোক তুমি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও, তবে তাঁর সব আজ্ঞা পালন কর।"

18সে বলল, "কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব?"

যীশু তাকে বললেন, "'তুমি অবশ্যই নরহত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 19তোমার বাবা-মাকে সম্মান কোর* ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবেসো।"'

20সেই যুবক তখন যীশুকে বলল, "আমি তো এর সবই পালন করে আসছি, তাহলে আমার আর কি করা বাকি আছে?"

21যীশু তাকে বললেন, "যদি তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তাতে তুমি স্বর্গে প্রচুর সম্পদ পাবে। তারপর এস, আমার অনুসারী হও!"

22কিন্তু সেই যুবক এই কথা শুনে বিষণ্ন হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল।

23যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হবে। 24হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, ধনীর পক্ষে

---

**'তাদের ... করেছিলেন'** আদি 1:27; 5:2

**'এজন্য ... হবে'** আদি 2:24

**পদ 9** যৌন পাপের দ্বারা বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করাই হল ব্যভিচার।

**'তোমার ... কোর'** যাত্রা 20:12-16

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে উটের গলে যাওয়া সহজ।"

25একথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন বললেন, "তাহলে উদ্ধার পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব?"

26যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"

27তখন পিতর বললেন, "দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি, তাহলে আমরা কি পাব?"

28যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই নতুন জগতে যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমা-মণ্ডিত সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুসারী হয়েছ, তারাও বারোটি সিংহাসনে বসবে আর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর বিচার করবে। 29আর যে কেউ আমার জন্য বাড়ি ঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে অথবা জায়গা-জমি ছেড়েছে, সে তার শতগুণ বেশী পাবে এবং অনন্ত জীবনেরও অধিকারী হবে। 30কিন্তু এমন অনেকে যারা এখন প্রথমে আছে তারা শেষে যাবে, আর যারা এখন শেষে আছে তারা প্রথম হবে।

### যীশু মজুরদের বিষয় নিয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শোনালেন

20 "স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমিদারের মতো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করার জন্য ভোরবেলাই মজুর আনতে বেরিয়ে পড়লেন। 2তিনি মজুরদের দিনে একটি রৌপ্যমুদ্রা মজুরী দেবেন বলে ঠিক করে, তাদের তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন।

3"প্রায় ন'টার সময় তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন আর দেখলেন, কিছু লোক বাজারে তখনও কিছু না ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। 4তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে যাও, আমি তোমাদের ন্যায্য মজুরী দেব।' 5তখন তারাও দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে গেল।

"সেই ব্যক্তি আবার প্রায় বেলা বারোটা ও তিনটার সময় বাড়ির বাইরে গিয়ে, ঐ একই রকম ভাবে মজুরদের কাজে পাঠালেন। 6প্রায় পাঁচটার সময় তিনি আবার বাইরে গেলেন ও আরো কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, 'তোমরা সারাদিন কোন কাজ না ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

7"তারা তাঁকে বলল, 'কেউ আমাদের কাজে নেয়নি।'

"তখন ক্ষেতের মালিক তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার ক্ষেতে কাজে লাগো।'

8"দিনের শেষে ক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, 'মজুরদের সকলকে ডাক ও তাদের মজুরী মিটিয়ে দাও, শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথম জন পর্যন্ত সকলকে দাও।'

9"বিকেল পাঁচটায় যে মজুরেরা কাজে লেগেছিল, তারা এসে প্রত্যেকে একটা রূপোর টাকা নিয়ে গেল। 10প্রথমে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল; তারা বেশী পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তারাও প্রত্যেকে এক এক রূপোর টাকা পেল। 11তারা তা নিল বটে কিন্তু ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 12'যারা শেষে কাজে লেগেছিল তারা মাত্র একঘণ্টা কাজ করেছে, আর আপনি তাদের ও আমাদের সমান মজুরী দিলেন; অথচ আমরা কড়া রোদে সারা দিন ধরে কাজ করলাম।'

13"এর উত্তরে তিনি তাদের একজনকে বললেন, 'বন্ধু, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করিনি। তুমি কি এক টাকা মজুরীতে কাজ করতে রাজী হও নি? 14তোমার যা পাওনা তা নিয়ে বাড়ি যাও। আমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে যা দিয়েছি, এই শেষের জনকেও তাই দেব। 15যা আমার নিজের, তা আমার খুশীমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? আমি দয়ালু, এই জন্য কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?'

16"ঠিক এই রকম যারা শেষের তারা প্রথম হবে; আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়ে যাবে।"

### যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

*(মার্ক 10:32-34; লূক 18:31-34)*

17এরপর যীশু জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বারোজন শিষ্যও ছিলেন, পথে তিনি তাঁদের একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 18"শোন, আমরা এখন জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছি। সেখানে মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। 19তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবার জন্য, বেত মারবার ও ক্রুশে দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে; কিন্তু মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"

### এক মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা

*(মার্ক 10:35-45)*

20পরে সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার জন্য কিছু করুন।

21যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও?"

তিনি বললেন, "আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডানপাশে আর একজন বাঁ পাশে বসতে পায়।"

22এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না! আমি যে দুঃখের পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?"

ছেলেরা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, পারি!"

23তিনি তাদের বললেন, "বাস্তবিক, তোমরা আমার পেয়ালায় পান করবে; কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য তা ঠিক করে রেখেছেন, তারাই তা পাবে।"

24বাকি দশজন শিষ্য এই কথা শুনে, ঐ দুই ভাইয়ের ওপর রেগে গেলেন। 25তখন যীশু তাঁদের নিজের কাছে

ডেকে বললেন, "তোমরা একথা জান যে, অইহুদীদের শাসনকর্তারাই তাদের প্রভু, আর তাদের মধ্যে যারা প্রধান, তারা তাদের ওপর হুকুম চালায়। 26কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে। 27আর তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়। 28মনে রেখো, তোমাদের মানবপুত্রের মতো হতে হবে, যিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন, আর অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছেন।"

### দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিদান

*(মার্ক10:46-52; লূক 18:35-43)*

29তাঁরা যখন যিরীহো শহর ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন বহু লোক যীশুর পিছু পিছু চলল। 30সেখানে পথের ধারে দু'জন অন্ধ বসেছিল। যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

31লোকেরা তাদের ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল, কিন্তু তারা আরো চিৎকার করে বলতে লাগল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

32তখন যীশু দাঁড়ালেন আর তাদের ডেকে বললেন, "তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?"

33তারা বলল, "প্রভু, আমরা যেন দেখতে পাই।"

34তখন তাদের প্রতি যীশুর করুণা হল। তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন; আর তখনই তারা দৃষ্টি ফিরে পেল ও তাঁর পেছনে পেছনে চলল।

### রাজার মতো যীশু জেরুশালেমে এলেন

*(মার্ক11:1-11; লূক 19:28-38; যোহন 12:12-19)*

21 যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের কাছাকাছি জৈতুন পর্বতমালার ধারে অবস্থিত বৈৎফগী গ্রামের ধারে এসে পৌঁছালেন। 2তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এস। 3কেউ যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করে, তবে তাকে বোলো, 'প্রভু এদের চান। তিনি পরে তাদের ফেরত দেবেন।"'

4এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ হয়:

5"সিয়োন নগরীকে বল, 'দেখ তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে, একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।"'

*সখরিয় 9:9*

6যীশু যেমন বলেছিলেন তাঁর শিষ্যেরা গিয়ে তেমনি করলেন। 7তারা সেই গাধা ও গাধার বাচ্চাটা এনে তাদের উপর নিজেদের গায়ের কাপড় বিছিয়ে দিলে যীশু তাদের উপর বসলেন। 8লোকদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জামা খুলে পথে বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের উপরে বিছিয়ে দিল। 9যারা যীশুর সামনে ও পিছনে ভীড় করে যাচ্ছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,

"দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক! যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য! স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।"

*গীতসংহিতা 118:26*

10যীশু যখন জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত শহরে খুব শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, "ইনি কে?"

11জনতা বলে উঠল, "ইনি যীশু, গালীলের নাসরতীয় শহরের সেই ভাববাদী।"

### যীশু মন্দিরে গেলেন

*(মার্ক11:15-19; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)*

12এরপর যীশু মন্দির চত্বরে ঢুকলেন; আর যারা সেই মন্দির চত্বরের মধ্যে বেচাকেনা করছিল, তাদের তাড়িয়ে দিলেন। যারা টাকা বদল করে দেবার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা ডালায় করে পায়রা বিক্রি করছিল তিনি তাদের টেবিল ও ডালা উল্টে দিলেন। 13যীশু তাদের বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার গৃহ হবে প্রার্থনা-গৃহ।'* কিন্তু তোমরা তা 'দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ!'"* 14এরপর মন্দির চত্বরের মধ্যে অনেক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কাছে এলে তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 15প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা দেখলেন যে, যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করছেন, আর যখন দেখলেন মন্দির চত্বরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলছে, "প্রশংসা, দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক" তখন তাঁরা রেগে গেলেন।

16তাঁরা যীশুকে বললেন, "ওরা যা বলছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

যীশু তাদের জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, পাচ্ছি, তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি? 'তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরই প্রশংসা করতে শিখিয়েছ।'"* 17এরপর যীশু তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়ায় গিয়ে রাতে সেখানেই থাকলেন।

### বিশ্বাসের শক্তি

*(মার্ক11:12-14, 20-24)*

18পরদিন সকালে তিনি যখন জেরুশালেমে ফিরছিলেন, সেই সময় যীশুর খিদে পেল। 19তিনি পথের ধারে একটা ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে সেই গাছটার কাছে গেলেন; কিন্তু পাতা ছাড়া তাতে কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই গাছটিকে বললেন,

---

**'আমার ... গৃহ'** যিশ 56:7

**'দস্যুদের ... করেছ'** যির 7:11

**'তুমি ... শিখিয়েছ'** গীত 8:3

"তোমাতে আর কখনো ফল হবে না।" আর সেই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল।

20এই ঘটনা দেখে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল?"

21এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, যদি সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি আমি যা করেছি, তোমরাও তা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, কিন্তু যদি ঐ পাহাড়কে বল, 'ওঠ, ঐ সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়!' দেখবে তাই হবে। 22যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনায় তোমরা যা চাইবে তা পাবে।"

### যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

*(মার্ক11:27-33; লূক 20:1-8)*

23যীশু যখন আবার মন্দির চত্বরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকেরা ও সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "তুমি কোন্ অধিকারে এসব করছ? এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?"

24এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর তোমরা যদি তার উত্তর দাও তাহলে আমিও তোমাদের বলব আমি কোন অধিকারে এসব করছি। 25আমার প্রশ্ন হচ্ছে: বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার যোহন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে এসেছিল?"

তখন তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করে বলল, "আমরা যদি বলি, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে', তাহলে ও আমাদের বলবে, 'তবে তোমরা কেন তাকে বিশ্বাস কর নি?' 26কিন্তু আমরা যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তবে জনসাধারণের কাছ থেকে ভয় আছে, কারণ লোকেরা যোহনকে ভাববাদী বলে মানে।"

27তাই এর উত্তরে তারা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"

তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে আমিও তোমাদের বলব না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি!

### দুই পুত্রের বিষয়ে দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী

28তারপর যীশু বললেন, "আচ্ছা, এবিষয়ে তোমরা কি বলবে: একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। সে তার বড় ছেলের কাছে গিয়ে বলল, 'বাছা, আজ তুমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।'

29"কিন্তু তার ছেলে বলল, 'আমি যেতে চাই না।' কিন্তু পরে সে তার মত বদলিয়ে কাজে গেল।

30"এরপর লোকটি তার অপর ছেলের কাছে গিয়ে তাকেও সেই একই কথা বলল। এর উত্তরে অন্য ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ, মহাশয় যাচ্ছি।' কিন্তু সে গেল না।

31"এই দুজনের মধ্যে কে তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?

তাঁরা বললেন, "বড় ছেলে"।

যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, করআদায়কারীরা ও বেশ্যারা, তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। 32আমি একথা বলছি, কারণ জীবনের সঠিক পথ দেখাবার জন্য যোহন তোমাদের কাছে এসেছিলেন আর তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি; কিন্তু করআদায়কারী ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। এমন কি এসব দেখেও তোমরা মন পরিবর্তন করনি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করনি।

### ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

*(মার্ক12:1-12; লূক 20:9-19)*

33"আর একটি দৃষ্টান্ত শোন: এক জমিদার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের মধ্যে দ্রাক্ষা মাড়বার জন্য গর্ত খুঁড়লেন। পাহারা দেবার জন্য একটা উঁচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। পরে কয়েকজন চাষীর কাছে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। 34যখন দ্রাক্ষা তোলার সময় হল, তখন তিনি তাঁর ভাগ নিয়ে আসবার জন্য তাঁর ক্রীতদাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠালেন।

35"কিন্তু চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে মারল, একজনকে খুন করল, আর তৃতীয়জনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করল। 36এরপর তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরো বেশী দাস সেখানে পাঠালেন, আর সেই চাষীরা ঐ দাসদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল। 37পরে তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ভাবলেন, 'ওরা নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে মান্য করবে।'

38"কিন্তু চাষীরা যখন দেখল যে মালিকের ছেলে আসছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, 'দেখ, এই হচ্ছে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা খুন করি, তাহলে আমরাই তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যাব!' 39তখন তারা সেই ছেলেকে ধরে দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও তাকে হত্যা করল। 40"এক্ষেত্রে দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ চাষীদের তিনি কি করবেন, তোমরা কি বল?"

41ইহুদী যাজকরা যীশুকে বললেন, "তারা দুষ্ট লোক বলে তিনি তাদের নির্মমভাবে ধ্বংস করবেন ও সেই দ্রাক্ষাক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবেন, যারা ফলের মরশুমে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশ দেবে।"

42তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড়নি:

'রাজমিস্ত্রীরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল,
সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে কোণের প্রধান পাথর। এটা
প্রভুরই কাজ, এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে।'

*গীতসংহিতা 118:22-23*

43"অতএব, আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন লোকদের দেওয়া হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার করবে। 44আর ওই যে পাথর তার

ওপরে যে পড়বে সে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর সেই পাথর যার ওপরে পড়বে তাকে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করবে।" 45প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর দেওয়া এই দৃষ্টান্তগুলি শুনে বুঝতে পারলেন যীশু তাদেরই বিষয়ে এই কথাগুলি বললেন। 46তাই তাঁরা যীশুকে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন, কিন্তু জনসাধারণের ভয়ে তা করলেন না, কারণ সাধারণ লোক তাঁকে ভাববাদী বলে মনে করত।

### নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত লোকেদের কাহিনী

*(লূক 14:15-24)*

22 দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু আবার তাদের বলতে শুরু করলেন। 2তিনি বললেন, "স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে, একজন রাজা যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 3সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।

4"রাজা আবার তাঁর অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, 'যারা নিমন্ত্রিত তাদের সকলকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুরগুলো সব মারা হয়েছে, আর সব কিছুই প্রস্তুত। তোমরা বিবাহভোজে যোগ দিতে এস।'

5"কিন্তু নিমন্ত্রিত লোকেরা তাদের কথায় কান না দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। কেউ বা তার ক্ষেতের কাজে গেল, আবার কেউ গেল তার ব্যবসার কাজে। 6অন্যেরা রাজার সেই দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের খুন করল। 7এতে রাজা খুব রেগে গেলেন, তিনি তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের মেরে ফেললেন, সৈন্যরা তাদের শহরটিও পুড়িয়ে দিল।

8"এরপর রাজা তাঁর দাসদের বললেন, 'বিয়ের ভোজ প্রস্তুত কিন্তু যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তারা তার যোগ্য ছিল না। 9তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও আর যত লোকের দেখা পাও, তাদের সকলকে এই ভোজে যোগ দেবার জন্য ডেকে আনো।' 10তখন সেই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল ও মন্দ, যাদের পেল তাদের সকলকে ডেকে আনল, তাতে বিয়ে বাড়ির ভোজের ঘর অতিথিতে ভরে গেল।

11"কিন্তু রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যে বিয়ে বাড়ির পোশাক পরে আসেনি। 12রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, বিয়ে বাড়ির উপযুক্ত পোশাক ছাড়াই তুমি কেমন করে এখানে এলে?' কিন্তু সে চুপ করে থাকল। 13তখন রাজা তাঁর পরিচারকদের বললেন, 'এর হাত পা বেঁধে একে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।'

14"কারণ অনেকেই আহুত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।"

### ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

*(মার্ক 12:13-17; লূক 20:20-26)*

15তখন ফরীশীরা সেখান থেকে চলে গেল; আর কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায় সেই পরিকল্পনা করল। 16তারা হেরোদীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন অনুগামীকে যীশুর কাছে পাঠাল। এই লোকেরা এসে বলল, "গুরু, আমরা জানি আপনি একজন সৎ লোক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সঠিক ভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন; আর কে কি বলে তার ধার ধারেন না কারণ লোকে কি ভাববে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। 17তাহলে আপনার কি মত, কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?"

18যীশু তাদের বদ মতলব বুঝতে পেরে বললেন, "ভণ্ডের দল! আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ কেন? 19যে টাকায় কর দেওয়া হয় তা আমাকে দেখাও।" তারা একটা রূপোর টাকা তাঁর কাছে নিয়ে এল। 20তখন তিনি তাদের বললেন, "এর উপরে এই মূর্তি ও নাম কার?"

21তারা বলল, "রোম সম্রাট কৈসরের।"

তখন তিনি তাদের বললেন, "তবে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।"

22তারা এই জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাঁকে আর বিরক্ত না করে সেখান থেকে চলে গেল।

### কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

*(মার্ক 12:18-27; লূক 20:27-40)*

23যারা বলে পুনরুত্থান নেই, সেই সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেই দিন যীশুর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। 24তাঁরা বললেন, "গুরু, মোশি বলেছেন যদি কোন লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে তার নিকটতম আত্মীয়রূপে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে ও তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ উৎপন্ন করবে।' 25আমাদের জানা এক পরিবারে সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করল, আর পরে সে মারা গেল। আর তার কোন সন্তান না থাকাতে, তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করল। 26এই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম জন পর্যন্ত হল, তারা সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল ও মারা গেল। 27শেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 28এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে, সকলেই তো তাকে বিয়ে করেছিল?"

29"এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। 30জেনে রাখো, পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মতো থাকে। 31মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিজে যে কথা বলেছেন, তা কি তোমরা পড়নি? 32তিনি বলেছেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।'* ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর।"

---

**'আমি ... ঈশ্বর'** যাত্রা 3:6

33সমবেত লোকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

### কোন আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

*(মার্ক 12:28-34; লূক 10:25-28)*

34ফরীশীরা যখন শুনলেন যে যীশুর জবাবে সদ্দূকীরা নিরুত্তর হয়ে গেছেন তখন তাঁরা দল বেঁধে যীশুর কাছে এলেন। 35তাঁদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যীশুকে ফাঁদে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 36"গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সবথেকে মহান আদেশ কোনটি?"

37যীশু তাঁকে বললেন, "'তোমার সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।'* 38এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও মহান আদেশ। 39আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরই অনুরূপ, 'তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসবে।'* 40সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভর করে।"

### যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করলেন

*(মার্ক 12:35-37; লূক 20:41-44)*

41ফরীশীরা তখনও সেখানে সমবেত ছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 42"খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে কর? তিনি কার বংশধর?"

তারা বললেন, "তিনি দায়ূদের পুত্র।"

43যীশু তাদের বললেন, "তবে দায়ূদ কিভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন? তিনি বলেছিলেন,

44 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন: যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের নীচে রাখি ততক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বস ও শাসন কর।'

*গীতসংহিতা 110:1*

45তাহলে, দায়ূদ যখন তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন, তখন তিনি কেমন করে তাঁর সন্তান হতে পারেন?" 46কিন্তু এর উত্তরে কেউ একটি কথাও তাঁকে বলতে পারলেন না, আর সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করলেন না।

### যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করলেন

*(মার্ক 12:38-40; লূক 11:37-52; 20:45-47)*

23 এরপর যীশু লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, 2"মোশির বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেবার অধিকার ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের আছে। 3তাই তারা যা যা বলে, তা তোমরা করো এবং মেনে চলো; কিন্তু তারা যা করে তোমরা তা করো না। আমি একথা বলছি, কারণ তারা যা বলে তারা তা করে না। 4তারা ভারী ভারী বোঝা যা বওয়া কঠিন, তা লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়; কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চায় না।

5"তারা যা কিছু করে সবই লোক দেখানোর জন্য। তারা শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ বড় করে তৈরী করে, আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য পোশাকের প্রান্তে লম্বা লম্বা ঝালর লাগায়। 6তারা ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় এবং সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে ভালবাসে। 7তারা হাটে-বাজারে লোকদের কাছ থেকে সম্মানসূচক অভিবাদন ও 'গুরু' ডাক শুনতে খুবই ভালবাসে।

8"কিন্তু তোমরা দেখো, লোকে যেন তোমাদের 'শিক্ষক' বলে না ডাকে, কারণ একজনই তোমাদের শিক্ষক, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভাই-বোন। 9এই পৃথিবীতে কাউকে 'পিতা' বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে থাকেন। 10কেউ যেন তোমাদের 'আচার্য্য' বলে না ডাকে, কারণ তোমাদের আচার্য্য একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। 11তোমাদের মধ্যে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক হবে। 12যে কেউ নিজেকে বড় করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উন্নত করা হবে।

13"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা লোকদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখছ, নিজেরাও তাতে প্রবেশ করো না; আর যারা প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে তাদেরও প্রবেশ করতে দিচ্ছ না। 14*

15ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! একজন লোককে নিজেদের ধর্মমতে নিয়ে আসার জন্য তোমরা জলে স্থলে ঘুরে বেড়াও। আর সে যখন তোমাদের ধর্মে আসে, তখন তোমরা নিজেদের চেয়ে তাকে দ্বিগুণ নরকের উপযুক্ত করে তোল।

16"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখাও। তোমরা বলে থাক, 'কেউ যদি মন্দিরের দিব্যি দেয়, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের সোনার দিব্যি দেয়, তবে সে সেই শপথে বাঁধা পড়ল তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে।' 17মূর্খ অন্ধের দল! কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, মন্দিরের সোনা অথবা মন্দির, যা সেই সোনাকে পবিত্র করে? 18তোমরা আবার একথাও বলে থাক, 'কেউ যদি যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তাহলে সেই শপথ রক্ষা করার জন্য তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞবেদীর উপর যে নৈবেদ্য থাকে তার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ রক্ষা করার জন্য সে দায়বদ্ধ রইল।' 19তোমরা অন্ধের দল! কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যজ্ঞবেদীতে নৈবেদ্য অথবা বেদী, যা তার ওপরের নৈবেদ্যকে পবিত্র করে? 20তাই

---

**"তোমার ... ভালবাসবে'** দ্বি বি 6:5

**'তুমি ... ভালবাসবে'** লেবীয় 19:18

**পদ 14** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 14 যুক্ত করা হয়েছে: "ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তোমাদের খারাপ সময় আসছে। তোমরা ভণ্ড তোমরা বিধবাদের বাড়ি কেড়ে নাও। লোকদের দেখানোর জন্য বড় বড় প্রার্থনা কর। তোমাদের আরও কড়া শাস্তি পেতে হবে।

যখন কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তখন সে যজ্ঞবেদীর ওপর যা কিছু থাকে সে সব কিছুরই বিষয়ে শপথ করে। 21আর কেউ যখন মন্দিরের নামে শপথ করে, তখন সে জায়গা ও তার মধ্যে যিনি থাকেন, তাঁর নামেও শপথ করে। 22আর যদি কোন লোক স্বর্গের নামে শপথ করে, তখন সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও যিনি সেই সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর নামেও শপথ করে।

23"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশভাগের একভাগ ঈশ্বরকে দিয়ে থাক, অথচ ন্যায়, দয়া ও বিশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলা করে থাকা আগের ঐ বিষয়গুলি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরের এই বিষয়গুলি পালন করাও তোমাদের উচিত। 24তোমরা অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা ছেঁকে ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক!

25"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা থালা বাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু ভেতরটা থাকে লোভ ও আত্মতোষণে ভরা। 26অন্ধ ফরীশী! প্রথমে তোমাদের পেয়ালার ভেতরটা পরিষ্কার কর, তাহলে গোটা পেয়ালার ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকই পরিষ্কার হবে।

27"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো, যার বাইরেটা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানুষের হাড়গোড় ও সব রকমের পচা জিনিস রয়েছে। 28তোমরা ঠিক সেই রকম, বাইরের লোকদের চোখে ধার্মিক, কিন্তু ভেতরে ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূর্ণ।

29"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা ভাববাদীদের জন্য স্মৃতিসৌধ গাঁথ ও ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কবর সাজাও, 30আর বলে থাক, 'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য তাদের সাহায্য করতাম না।' 31এতে তোমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, ভাববাদীদের যারা হত্যা করেছিল তোমরা তাদেরই বংশধর। 32তাহলে যাও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা শুরু করে গেছে তোমরা তার বাকি কাজ শেষ করো। 33সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। 34তাই আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কাছে যে ভাববাদী, জ্ঞানীলোক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি তোমরা তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে দেবে, কাউকে বা তোমরা সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে তোমরা তাদের তাড়া করে ফিরবে। 35এইভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে বরখায়ার পুত্র সখরিয়, যাকে তোমরা মন্দিরের পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের দায় তোমাদের উপরে পড়বে। 36আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের উপর ঐ সবের শাস্তি এসে পড়বে।"

### জেরুশালেমের লোকেদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

*(লূক 13:34-35)*

37"হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই ভাববাদীদের হত্যা করে থাক, আর তোমার কাছে ঈশ্বর যাদের পাঠান তাদের পাথর মেরে থাক! মুরগী যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি। 38এখন তোমাদের মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। 39বাস্তবিক, আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে, 'ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন, সে পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।'" *

### ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

*(মার্ক 13:1-31; লূক 21:5-33)*

24 যীশু মন্দির থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে, মন্দিরের বড় বড় দালানের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। 2এর জবাবে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন এখানে এসব দেখছ, কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটা পাথর আর একটা পাথরের ওপর থাকবে না, এসবই ভূমিসাৎ হবে।"

3যীশু যখন জৈতুন পর্বতমালার উপর বসেছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে, আর আপনার আসার এবং এযুগের শেষ পরিণতির সময় জানার চিহ্নই বা কি হবে?"

4এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "দেখো! কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়। 5আমি তোমাদের একথা বলছি কারণ অনেকে আমার নামে আসবে আর তারা বলবে, 'আমি খ্রীষ্ট।' আর তারা অনেক লোককে ঠকাবে। 6তোমরা নানা যুদ্ধের কথা শুনবে এবং তোমাদের কানে যুদ্ধের গুজব আসবে। কিন্তু দেখো, তোমরা ভয় পেও না, কারণ ঐ সব ঘটনা অবশ্যই ঘটবে কিন্তু তখনও শেষ নয়। 7হ্যাঁ, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে; আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে। সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। 8কিন্তু এসব কেবল যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"সেই সময় শাস্তি দেবার জন্য তারা তোমাদের ধরিয়ে দেবে ও হত্যা করবে। আমার শিষ্য হয়েছ বলে জগতের সকল জাতির লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। 10সেই সময় অনেক লোক বিশ্বাস থেকে সরে যাবে। তারা একে অপরকে শাসনকর্তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে, আর তারা পরস্পরকে ঘৃণা করবে। 11অনেক ভণ্ড ভাববাদীর আবির্ভাব হবে, যারা বহু লোককে ঠকাবে। 12অধর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ লোকদের মধ্য

---

**'ধন্য ... পাবে না'** গীত 118:26

থেকে ভালবাসা কমে যাবে। 13কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে স্থির রাখবে, সে রক্ষা পাবে। 14আর রাজ্যের (স্বর্গ) এই সুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই সেই সময় উপস্থিত হবে।

15"তোমরা তখন দেখবে যে, ভাববাদী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে 'সর্বনাশা ঘৃণার বস্তুর'* কথা বলা হয়েছিল, তা পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।" যে একথা পড়ছে সে এর অর্থ কি বুঝুক। 16"সেই সময় যারা যিহূদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়াঞ্চলে পালিয়ে যাক। 17যে ছাদে থাকবে, সে যেন ঘর থেকে তার জিনিস নেবার জন্য নিচে না নামে। 18ক্ষেতের মধ্যে যে কাজ করবে, সে তার জামা নেবার জন্য ফিরে না আসুক। 19হায়! সেই মহিলারা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী থাকবে, বা যাদের কোলে থাকবে দুধের শিশু। 20তাই প্রার্থনা কর যেন শীতকালে বা বিশ্রামবারে তোমাদের পালাতে না হয়।

21"সেই দিনগুলিতে এমন মহাকষ্ট হবে যা জগতের শুরু থেকে এই সময় পর্যন্ত আর কখনও হয় নি এবং হবেও না। 22আরো বলছি, সেই দিনগুলির সংখ্যা ঈশ্বর যদি কমিয়ে না দিতেন তবে কেউই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু তাঁর মনোনীত লোকদের জন্য তিনি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে রেখেছেন। 23সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, মশীহ (খ্রীষ্ট)!' এখানে, অথবা 'দেখ, তিনি ওখানে', তাহলে সে কথায় বিশ্বাস করো না।

24"আমি একথা বলছি, কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে। তারা মহা আশ্চর্য কাজ করবে ও চিহ্ন দেখাবে, যেন লোকদের ঠকাতে পারে। যদি সম্ভব হয় এমনকি ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরও ঠকাবে। 25দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের এসব কথা ব'লে রাখলাম।

26"তাই তারা যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!' তবে তোমরা সেখানে যেও না, অথবা যদি বলে দেখ, 'তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন!' তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। 27আকাশে বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, তেমনি করেই মানবপুত্রের আবির্ভাব হবে। 28যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড় হবে।

29"মহাক্লেশের সেই দিনগুলির পরই:

'সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না। তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়বে আর আকাশমণ্ডলে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হবে।'

*যিশাইয় 13:10; 34:4-5*

30"সেই সময় আকাশে মানবপুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী হাহুতাশ করবে; আর তারা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রম ও মহিমামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘে ক'রে আসতে দেখবে। 31খুব জোরে তূরীধ্বনির সঙ্গে তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন। তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, চার দিক থেকে তাঁর মনোনীত লোকদের জড়ো করবেন।

32"ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও, তার কচি ডালে পাতা বের হলে জানা যায় গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে। 33ঠিক সেইরকম, যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, বুঝবে মানবপুত্রের পুনরাগমনের সময় এসে গেছে, তা দরজার গোড়ায় এসে পড়েছে। 34আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব ঘটছে এই যুগের লোকদের শেষ হবে না। 35আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন কথা বিলুপ্ত হবে না।

### উপযুক্ত সময়ের কথা কেবল ঈশ্বরের জানা

*(মার্ক13:32-37; লূক 17:26-30, 34-36)*

36"সেই দিন ও মুহূর্তের কথা কেউ জানে না, এমন কি স্বর্গদূতেরা অথবা পুত্র নিজেও তা জানেন না, কেবল মাত্র পিতা (ঈশ্বর) তা জানেন। 37নোহের সময় যেমন হয়েছিল, মানবপুত্রের আগমনের সময় সেইরকম হবে। 38নোহের সময়ে বন্যা আসার আগে, যে পর্যন্ত না নোহ সেই জাহাজে ঢুকলেন, লোকেরা সমানে ভোজন-পান করেছে, বিয়ে করেছে ও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে।

39"যে পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি যে কি ঘটতে যাচ্ছে। মানবপুত্রের আগমনও ঠিক সেইরকমভাবেই হবে। 40সেই সময় দু'জন লোক মাঠে কাজ করবে। তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্য জন পড়ে থাকবে। 41দু'জন স্ত্রীলোক যাঁতা পিষবে, তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর অন্যজন পড়ে থাকবে।

42"তাই তোমরা সজাগ থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন দিন আসবেন, তা তোমরা জানো না। 43তবে একথা মনে রেখো, যদি গৃহস্থ জানত রাত্রে কোন সময় চোর আসবে, তবে সে জেগে থাকত। সে চোরকে নিজের ঘরের সিঁধ কাটতে দিত না। 44তাই তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ তোমরা যখন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভাববেও না, মানবপুত্র সেই সময়ই আসবেন।

45"সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস তাহলে কে, যার উপর তার প্রভু তাঁর বাড়ির অন্যান্য দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন? 46সেই দাস ধন্য যার মনিব ফিরে এসে তাকে তার কর্তব্য করতে দেখবেন। 47আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই দাসকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দেবেন। 48কিন্তু ধর, সেই দাস যদি দুষ্ট হয়, আর মনে মনে বলে, 'আমার মনিবের ফিরে আসতে অনেক দেরী আছে।

49"তাই সে তার সঙ্গী দাসদের মারধর করে, এবং মাতালদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করে।

---

**'সর্বনাশা ... বস্তু'** দানি 9:27; 12:11

50তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সেই দাস ভাবতেও
পারবে না বা জানবেও না, সেই দিন ও সেই মুহূর্তেই
তার মনিব এসে হাজির হবেন। 51তখন তার মনিব
তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান
দেবেন; যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায়
দাঁতে দাঁত ঘষে।

### দশজন কনের দৃষ্টান্তমূলক গল্প

25 "স্বর্গরাজ্য কেমন হবে, তা দশ জন কনের
সঙ্গে তুলনা করা চলে, যারা তাদের প্রদীপ
নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বার হল। 2তাদের
মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ আর অন্য পাঁচজন ছিল
বুদ্ধিমতী। 3সেই নির্বোধ কনেরা তাদের বাতি নিল বটে
কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না। 4অপরদিকে বুদ্ধিমতী
কনেরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল। 5বর
আসতে দেরী হওয়াতে তারা সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন
হয়ে পড়ল।

6"কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, 'দেখ, বর
আসছেন! তাকে বরণ করতে এগিয়ে যাও।'

7"সেই কনেরা তখন উঠে তাদের প্রদীপ ঠিক করল।
8কিন্তু নির্বোধ কনেরা বুদ্ধিমতী কনেদের বলল,
'তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও, কারণ
আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।'

9"এর উত্তরে সেই বুদ্ধিমতী কনেরা বলল, 'না।
তেল যা আছে তাতে হয়তো আমাদের ও তোমাদের
কুলোবে না, তোমরা বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের
কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।' 10"তারা
যখন তেল কেনার জন্য বাইরে যাচ্ছে, এমন সময় বর
এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে কনেরা প্রস্তুত ছিল
তারা বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

11"শেষে অন্য কনেরা এসে বলল, 'শুনছেন,
আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।'

12"কিন্তু এর উত্তরে বর বললেন, 'সত্যি বলছি,
আমি তোমাদের চিনি না।'

13"তাই তোমরা সজাগ থেকো, কারণ তোমরা সেই
দিন বা মুহূর্তের কথা জান না, কখন মানবপুত্র ফিরে
আসবেন।

### তিনজন দাসের কাহিনী

*(লূক 19:11-27)*

14"স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো, যিনি
বিদেশে যাবার আগে চাকরদের ডেকে সম্পত্তির ভার
তাদের হাতে দিয়ে গেলেন। 15তিনি একজনকে পাঁচ
থলি মোহর, আর একজনকে দু থলি মোহর এবং আর
একজনকে এক থলি মোহর দিলেন। যার যেমন ক্ষমতা
সেই অনুসারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। 16যে
পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
খাটাতে শুরু করল; আর তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর লাভ করল। 17যে লোক দু থলি মোহর পেয়েছিল,
সেও সেই টাকা খাটিয়ে আরো দু থলি মোহর রোজগার
করল। 18কিন্তু যে এক থলি মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে
মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা সেই গর্তে পুঁতে
রাখল।

19"অনেক দিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে
এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন। 20যে পাঁচ থলি
মোহর পেয়েছিল, সে আরো পাঁচ থলি মোহর এনে
বলল, 'হুজুর, আপনি আমাকে পাঁচ থলি মোহর
দিয়েছিলেন, দেখুন, আমি তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর রোজগার করেছি।'

21"তার মনিব তখন তাকে বললেন, 'বেশ, তুমি
উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত
থাকাতে আমি তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার
দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।'

22"এরপর যে দু থলি মোহর পেয়েছিল, সেও তার
মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর, আপনি আমায় দুথলি
মোহর দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরো দু
থলি মোহর রোজগার করেছি।'

23"তার মনিব তাকে বললেন, 'বেশ! তুমি উত্তম ও
বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের উপর বিশ্বস্ত হলে,
তাই আমি আরো অনেক কিছুর ভার তোমার উপর
দেব। এস, তুমি তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী
হও।'

24"এরপর যে লোক এক থলি মোহর পেয়েছিল,
সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর আমি জানি
আপনি বড় কড়া লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেন
নি সেখানে কাটেন; আর যেখানে কোন বীজ ছড়ান নি
সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন; 25তাই আমি ভয়ে
আপনার দেওয়া মোহরের থলি মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে
রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন।'

26"এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট
ও অলস দাস! তুমি তো জানতে আমি যেখানে বুনি
না সেখানেই কাটি; আর তুমি এও জান যেখানে আমি
বীজ ছড়াই না সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। 27তাই
তোমার উচিত ছিল মহাজনদের কাছে আমার টাকা
জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে
কিছু সুদও পেতাম।'

28"তাই তোমরা এর কাছ থেকে, ঐ মোহর নিয়ে
যার দশ থলি মোহর আছে তাকে দাও। 29হ্যাঁ, যার
আছে তাকে আরো দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর
হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ
থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।' 30'তোমরা ঐ অকর্মণ্য দাসকে
বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও; সেখানে লোকেরা
কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।'

### মানবপুত্র সকল লোকের বিচার করবেন

31"মানবপুত্র যখন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে
তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে এসে মহিমার সিংহাসনে
বসবেন, 32তখন সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জড়ো হবে।
রাখাল যেমন ভেড়া ও ছাগল আলাদা করে, তেমনি

তিনি সব লোককে দু'ভাগে ভাগ করবেন। 33তিনি নিজের
ডানদিকে ভেড়াদের রাখবেন আর বাঁদিকে ছাগলদের
রাখবেন।
34"এরপর রাজা তাঁর ডানদিকের যারা তাদের
বলবেন, 'আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ যে তোমরা,
তোমরা এস! জগত সৃষ্টির শুরুতেই যে রাজ্য তোমাদের
জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকার গ্রহণ কর।
35কারণ আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমায় খেতে
দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর তোমরা
আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে। আমি অচেনা
আগন্তুক রূপে এসেছিলাম আর তোমরা আমায় আশ্রয়
দিয়েছিলে। 36যখন আমার পরণে কোন কাপড় ছিল না,
তখন তোমরা আমায় পোশাক পরিয়েছিলে। আমি
অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে।
আমি কারাগারে ছিলাম, তোমরা আমায় দেখতে
এসেছিলে।'
37"এর উত্তরে যারা ভাল তারা বলবে, 'প্রভু, কখন
আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম,
পিপাসিত দেখে জল পান করতে দিয়েছিলাম? 38কখনই
বা আপনাকে অচেনা আগন্তুক দেখে আতিথ্য
করেছিলাম, অথবা আপনার পরণে কাপড় নেই দেখে
পোশাক পরিয়েছিলাম? 39আর কখনই বা অসুস্থ বা
কারাগারে আছেন দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?'
40এর উত্তরে রাজা তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন কোন
একজনের প্রতি তোমরা এরূপ করেছিলে, তখন
আমারই জন্য তা করেছিলে।'
41"এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন,
'ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও,
দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য যে ভয়াবহ অনন্ত আগুন
প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। 42কারণ
আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমায় খেতে
দাও নি। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিল, তখন আমায়
জল দাও নি। 43আমি অচেনা আগন্তুকরূপে এসেছিলাম,
কিন্তু তোমরা আমার আতিথ্য করনি। আমার পোশাক
ছিল না, কিন্তু তোমরা আমায় পোশাক দাও নি। আমি
অসুস্থ ছিলাম ও কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা
আমার খোঁজ নাও নি।'
44"এর উত্তরে তারা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কবে
আপনাকে ক্ষুধার্ত, কি পিপাসিত, কি আগন্তুকরূপে
দেখে, অথবা কবেই বা আপনার পরনে কাপড় ছিল
না, বা আপনি অসুস্থ ছিলেন ও কারাগারে গিয়েছিলেন
বলে আমরা আপনার সাহায্য করিনি?'
45"এর উত্তরে রাজা বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, তোমরা যখন এই অতি সামান্য যারা তাদের
কোন একজনের প্রতি তা করনি, তখন আমারই প্রতি
তা কর নি।'
46"এরপর অধার্মিক লোকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি
ভোগ করতে, কিন্তু ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে অনন্ত
জীবনে।"

### ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

*(মার্ক14:1-2; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)*

26 এইসব কথা শেষ করে যীশু তাঁর শিষ্যদের
বললেন, 2"তোমরা জান, আর দুদিন পরই
নিস্তারপর্ব শুরু হবে, তখন মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার
জন্য শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"
3সেই সময় মহাযাজক কায়াফার বাড়ির উঠানে
প্রধান যাজকেরা ও ইহুদী নেতারা এসে ষড়যন্ত্র করতে
বসল, 4যেন তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে পারে ও
তাঁকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে পারে। 5তারা বলল,
"আমরা নিস্তারপর্বের সময় একাজ করব না, তাতে
লোকদের মধ্যে হয়তো গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

### একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করলেন

*(মার্ক14:3-9; যোহন 12:1-8)*

6যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের
বাড়িতে ছিলেন, সেই সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর
কাছে এল। 7তার কাছে শ্বেতপাথরের* বোতলে খুব
দামী সুগন্ধি ছিল। যীশু যখন সেখানে খেতে বসেছিলেন,
তখন সে ঐ আতর যীশুর মাথায় ঢেলে দিল। 8তাই
দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গেলেন, তারা বললেন, "এভাবে
অপচয় করা হচ্ছে কেন? 9এটা তো অনেক টাকায়
বিক্রি করা যেত, আর সেই টাকা গরীবদের দেওয়া
যেত।"
10তারা যা বলাবলি থকরছিল, যীশু তা জানতে
পেরে তাদের বললেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে কেন
দুঃখ দিচ্ছ? ওতো আমার প্রতি ভাল কাজই করল।
11কারণ গরীবেরা তোমাদের সঙ্গে সবসময়ই থাকবে*;
কিন্তু তোমরা আমায় সবসময় পাবে না। 12আমার
দেহের উপর আতর ঢেলে দিয়ে সেতো আমাকে
সমাধিতে রাখার উপযোগী কাজই করল। 13আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, সারা জগতে যেখানেই এই
সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এর এই কাজের
কথা বলা হবে।"

### যিহূদা যীশুর শত্রু

*(মার্ক14:10-11; লূক 22:3-6)*

14তখন বারো জন শিষ্যর মধ্যে একজন, যার নাম
যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে
বলল, 15"আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে
দিই, তবে আপনারা আমায় কি দেবেন বলুন?" তারা
তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রূপোর টাকা দিল। 16সেই
মুহূর্ত থেকেই যিহূদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে
লাগল।

---

**শ্বেতপাথর** এক ধরণের পাথর যাতে খুব সুন্দর পালিশ করা যায়।

**কারণ ... থাকবে** দ্বি বি 15:11

### যীশু নিস্তারপর্বের ভোজ খেলেন

*(মার্ক14:21-22; লূক22:7-14, 21-23; যোহন13:21-30)*

17খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে যীশুর
শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনার জন্য আমরা
কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করব? আপনি
কি চান?"

18যীশু বললেন, "তোমরা ঐ গ্রামে আমার পরিচিত
একজনের কাছে যাও, তাকে গিয়ে বল, 'গুরু বলছেন,
আমার নির্ধারিত সময় কাছে এসে গেছে, আমি আমার
শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন
করব।'" 19তখন শিষ্যরা যীশুর কথামতো কাজ করলেন,
তারা সেখানে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

20সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারো জন শিষ্যের
সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে বসলেন। 21তাঁরা যখন
খাচ্ছেন সেই সময় যীশু বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর
হাতে তুলে দেবে।"

22এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখ পেয়ে এক একজন ক'রে
যীশুকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "প্রভু, সে কি আমি?"

23তখন যীশু বললেন, "যে আমার সঙ্গে বাটিতে
হাত ডুবাল, সেই আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে।
24মানবপুত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, সেই
ভাবেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু ধিক্ সেই লোক, যে
মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে! সেই লোকের জন্ম না হওয়াই
তার পক্ষে ভাল ছিল।"

25যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল,
সেই যিহূদা বলল, 'গুরু, সে নিশ্চয়ই আমি নই?'

যীশু তাকে বললেন, "তুমি নিজেই তো একথা
বলছ।"

### প্রভুর ভোজ

*(মার্ক14:22-26; লূক22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)*

26তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় যীশু একটি রুটি
নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই রুটি টুকরো
টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও,
এ আমার দেহ।"

27এরপর তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন আর
পানপাত্রটি শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে
এর থেকে পান কর। 28কারণ এ আমার রক্ত, নতুন
নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রক্ত, যা বহুলোকের পাপ
মোচনের জন্য পাতিত হল। 29আমি তোমাদের বলছি,
এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান
করব না, যে পর্যন্ত না আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের
সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।"

30এরপর তাঁরা একটি গান করতে করতে জৈতুন
পর্বতমালায় চলে গেলেন।

### যীশু বললেন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ করবে

*(মার্ক14:27-31; লূক22:31-34; যোহন13:36-38)*

31যীশু তাদের বললেন, "আমার কারণে তোমরা
আজ রাত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি একথা
বলছি কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'আমি মেষপালককে আঘাত করবো। তাঁর মৃত্যু
হলে পালের মেষেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

*সখরিয় 13:7*

32কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হলে পর, তোমাদের আগে
আগে গালীলে যাব।"

33এর উত্তরে পিতর বললেন, "আপনার কারণে
সকলেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু আমি কখনই
বিশ্বাস হারাবো না।"

34যীশু বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ রাতেই
তুমি বলবে যে তুমি আমাকে চেনো না। ভোরে মোরগ
ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।"

35কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে
চিনি না, একথা আমি কখনও বলব না। আপনার সঙ্গে
আমি মরতেও প্রস্তুত।" অন্য শিষ্যরা ও সকলে একই
কথা বললেন।

### যীশুর নির্জনে প্রার্থনা

*(মার্ক14:32-42; লূক 22:39-46)*

36এরপর যীশু তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামে একটা
জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি ওখানে
গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে ব'সে থাকা"
37এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে
নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও
ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।
38তখন তিনি তাদের বললেন, "দুঃখে আমার হৃদয়
ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে
জেগে থাকো।"

39পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে
পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "আমার পিতা, যদি সম্ভব
হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে
যাক; তবু আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা
পূর্ণ হোক।" 40এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে
দেখলেন, তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন,
"একি! তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে
পারলে না? 41জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে
না পড়। তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।"

42তিনি গিয়ে আর একবার প্রার্থনা করলেন, "হে
আমার পিতা, এই দুঃখের পানপাত্র থেকে আমি পান
না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

43পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবার
ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাদের চোখ ভারী হয়ে
গিয়েছিল। 44তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও
তৃতীয় বার প্রার্থনা করলেন। তিনি আগের মতো সেই
একই কথা ব'লে প্রার্থনা করলেন। 45পরে তিনি
শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা এখনও ঘুমাচ্ছ

ও বিশ্রাম করছ? শোন, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপুত্রকে
পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 46ওঠ, চল আমরা
যাই! ঐ দেখ! যে লোক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে
গেছে।"

### যীশুকে গ্রেপ্তার করা হল

*(মার্ক14:43-50; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)*

47তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সেই
বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন, যিহূদা সেখানে এসে
হাজির হল, তার সঙ্গে বহুলোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে
এল। প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা এদের
পাঠিয়েছিল। 48যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ঐ লোকদের
একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল, "আমি যাকে চুমু
দেব, সেই ঐ লোক, তাকে তোমরা ধরবে।" 49এরপর
যিহূদা যীশুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "গুরু, নমস্কার",
এই বলে সে তাঁকে চুমু দিল।

50যীশু তাঁকে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছ
কর।"

তখন তারা এগিয়ে এসে জাপটে ধরে যীশুকে গ্রেপ্তার
করল। 51সেই সময় যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁর
তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালেন আর তা বের করে
মহাযাজকের দাসকে আঘাত ক'রে তার একটা কান
কেটে দিলেন।

52তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার তরোয়ালটি
খাপে রাখ। যারা তরোয়াল চালায় তারা তরোয়ালের
আঘাতেই মরবে। 53তোমরা কি ভাব যে, আমি আমার
পিতা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? চাইলে তিনি
সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য বারোটিরও বেশী স্বর্গদূতবাহিনী
পাঠিয়ে দেবেন। 54কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে শাস্ত্রের
বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে, শাস্ত্রে যখন বলছে এভাবেই
সব কিছু অবশ্যই ঘটবে?"

55সেই সময় যীশু লোকদের বললেন, "লোকে যেমন
ডাকাত ধরতে যায়, সেইভাবে তোমরা ছোরা ও লাঠি
নিয়ে আমায় ধরতে এসেছ? আমি তো প্রতিদিন মন্দিরের
মধ্যে বসে শিক্ষা দিয়েছি; 56কিন্তু তোমরা আমায় গ্রেপ্তার
কর নি। যাই হোক, এসব কিছুই ঘটল যেন ভাববাদীদের
লেখা সকল কথাই পূর্ণ হয়।" তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে
ফেলে পালিয়ে গেলেন।

### ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

*(মার্ক14:53-65; লূক 22:54-55, 63-71;*
*যোহন 18:13-14, 19-24)*

57তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজক কায়াফার
বাড়িতে নিয়ে এল, সেখানে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ইহুদী
নেতারা জড়ো হয়েছিলেন। 58পিতর দূর থেকে যীশুর
পিছনে পিছনে মহাযাজকের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত
গেলেন। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখবার জন্য তিনি
ভেতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন।

59যীশুকে যেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে তাই যীশুর
বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করার জন্য প্রধান যাজকরা
ও ইহুদী মহাসভার সব সভ্যরা সেখানে সমবেত
হয়েছিলেন। 60অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য সেখানে
হাজির হয়েছিল, তবু যে সাক্ষ্য যীশুকে হত্যা করার
জন্য দরকার তা পাওয়া গেল না। 61শেষে দু'জন লোক
এসে বলল, "এই লোক বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের মন্দির
ভেঙ্গে ফেলতে ও তা আবার তিন দিনের ভেতরে
গেঁথে তুলতে পারি।'"

62তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে বললেন,
"তুমি কি এর জবাবে কিছুই বলবে না? এরা তোমার
বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 63কিন্তু যীশু নীরব থাকলেন।

তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে
জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিচ্ছি, আমাদের বল, তুমি
কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?"

64যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই একথা বললে।
তবে আমি তোমাকে এটাও বলছি, এখন থেকে
তোমরা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বরের ডানপাশে
বসে থাকতে ও আকাশে মেঘের মধ্যে দিয়ে আসতে
দেখবে।"

65তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে
বললেন, "এ ঈশ্বরের নিন্দা করল, আমাদের আর অন্য
সাক্ষ্যের দরকার কি? দেখ, তোমরা এখন ঈশ্বর নিন্দা
শুনলে! 66তোমরা কি মনে কর?" এর উত্তরে তারা
বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।"

67তখন তারা যীশুর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুসি
মারল। 68কেউ কেউ তাঁকে চড় মারল ও বলল, "ওরে
খ্রীষ্ট, আমাদের জন্য কিছু ভাববাণী বল্, কে তোকে
মারল?"

### পিতর যীশুকে স্বীকার করতে ভয় পেলেন

*(মার্ক14:66-72; লূক 22:56-62)*

69পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন তখন
একজন দাসী এসে বলল, "তুমিও গালীলে যীশুর সঙ্গে
ছিলে।"

70কিন্তু পিতর সবার সামনে একথা অস্বীকার করে
বললেন, "তুমি কি বলছ, আমি তার কিছুই জানি না।"

71তিনি যখন ফটকের সামনে গেলেন, তখন আর
একজন দাসী তাকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের
বলল, "এ লোকটা নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।"

72পিতর আবার অস্বীকার করলেন। তিনি দিব্যি করে
বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।" 73এর
কিছু পরে, সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরের
কাছে এসে বলল, "তুমি ঠিক ওদেরই একজন, কারণ
তোমার কথার উচ্চারণের ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারা
যাচ্ছে।"

74তখন পিতর দিব্যি করে শাপ দিয়ে বললেন, "আমি
ঐ লোকটাকে আদৌ চিনি না!" আর তখনই মোরগ
ডেকে উঠল। 75তখন পিতরের মনে পড়ে গেল যীশু
তাকে যা বলেছিলেন, "ভোরের মোরগ ডাকার আগেই
তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" আর পিতর
বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

### রাজ্যপাল পীলাতের কাছে যীশু

*(মার্ক15:1; লূক 23:1-2; যোহন 18:28-3)*

27 ভোর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা
সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল।
2তারা তাঁকে বেঁধে রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে
হাজির করল।

### যিহূদার আত্মহত্যা

*(প্রেরিত 1:18-19)*

3যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই
যিহূদা যখন দেখল যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,
তখন তার মনে খুব ক্ষোভ হল। সে তখন যাজকদের
ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটা রূপোর
টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 4"একজন নিরপরাধ লোককে
হত্যা করার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর
প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমি মহাপাপ
করেছি।"

ইহুদী নেতারা বলল, "তাতে আমাদের কি! তুমি
বোঝগে যাও।"

5তখন যিহূদা সেই টাকা মন্দিরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে
দিল, পরে বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

6প্রধান যাজকরা সেই রূপোর টাকাগুলি কুড়িয়ে
নিয়ে বললেন, "মন্দিরের তহবিলে এই টাকা জমা
করা আমাদের বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ কারণ এটা
খুনের টাকা।"

7তাই তাঁরা পরামর্শ করে ঐ টাকায় কুমোরদের
একটা জমি কিনলেন। যেন জেরুশালেমে যেসব
বিদেশী মারা যাবে, তাদের সেখানে কবর দেওয়া যেতে
পারে। 8সেইজন্য ঐ কবরখানাকে আজও লোকে
'রক্তক্ষেত্র' বলে। 9এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র ভাববাণী
পূর্ণ হল:

"তারা সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা নিল, এটাই হল
তাঁর মূল্য, ইস্রায়েলের জনগণই তাঁর মূল্য নির্ধারণ
করেছিল। 10আর প্রভুর নির্দেশ অনুসারেই সেই টাকা
দিয়ে তারা কুমোরের জমি কিনেছিল।"

### রাজ্যপাল পীলাত ও যীশু

*(মার্ক15:2-5; লূক 23:3-5; যোহন 18:33-38)*

11এদিকে যীশুকে রাজ্যপালের সামনে হাজির করা
হল। রাজ্যপাল যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?"

যীশু বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন।"

12কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা সমানে
যখন তাঁর বিরুদ্ধে দোষ দিচ্ছিল, তখন তিনি তার
একটারও জবাব দিলেন না।

13তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "ওরা, তোমার
বিরুদ্ধে কত দোষ দিচ্ছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?"

14কিন্তু যীশু তাঁকে কোন জবাব দিলেন না, এমন
কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগেরও উত্তর দিলেন
না, এতে পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

### যীশুকে মুক্তি দেবার বিফল চেষ্টা

*(মার্ক15:6-15; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)*

15রাজ্যপালের রীতি অনুসারে প্রত্যেক নিস্তারপর্বের
সময় জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কয়েদীকে
তিনি মুক্ত করে দিতেন। 16সেই সময় বারাব্বা* নামে
এক কুখ্যাত আসামী কারাগারে ছিল। 17তাই লোকেরা
সেখানে একসঙ্গে জড়ো হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞেস
করলেন, "তোমাদের জন্য আমি কাকে ছেড়ে দেব?
তোমরা কি চাও, বারাব্বাকে বা যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে
তাকে?" 18কারণ পীলাত জানতেন, তারা যীশুর ওপর
ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

19পীলাত যখন বিচার আসনে বসে আছেন, সেই
সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, "ঐ নির্দোষ লোকটির
প্রতি তুমি কিছু করো না, কারণ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁর
বিষয়ে যা দেখেছি তাতে আজ বড়ই উদ্বেগে কাটছে।"

20কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা জনতাকে
প্ররোচনা দিতে লাগল, যেন তারা বারাব্বাকে ছেড়ে
দিতে ও যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলে।

21তখন রাজ্যপাল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এই
দুজনের মধ্যে তোমরা কাকে চাও যে আমি তোমাদের
জন্য ছেড়ে দিই?"

তারা বলল, "বারাব্বাকে!"

22পীলাত তখন তাদের বললেন, "তাহলে যীশু, যাকে
মশীহ বলে তাকে নিয়ে কি করব?"

তারা সবাই বলল, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক!"

23পীলাত বললেন, "কেন? ও কি অন্যায় করেছে?"

কিন্তু তারা তখন আরো জোরে চিৎকার করতে
লাগল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!"

24পীলাত যখন দেখলেন যে তাঁর চেষ্টার কোন ফল
হল না, বরং আরও গোলমাল হতে লাগল, তখন তিনি
জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই
লোকের রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই।" এটা
তোমাদেরই দায়।

25এই কথার জবাবে লোকেরা সমস্বরে বলল,
"আমরা ও আমাদের সন্তানরা ওর রক্তের জন্য দায়ী
থাকব।"

26তখন পীলাত তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে
দিলেন; কিন্তু যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য
সঁপে দিলেন।

### পীলাতের সৈন্যরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল

*(মার্ক15:16-20; যোহন 19:2-3)*

27এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের
সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত সেনাদলকে তাঁর
চারধারে জড়ো করল। 28তারা যীশুর পোশাক খুলে
নিল, আর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরাল।
29পরে কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে তা
তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে

---

**বারাব্বা** কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বারাব্বাকে "যীশু বারাব্বা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু গেঁড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, "ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হোন!" 30তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। 31এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার পর তারা সেই পোশাকটি তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে তাঁর নিজের পোশাক আবার পরিয়ে দিল, তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

### যীশুকে ক্রুশে হত্যা করা হল

*(মার্ক15:21-32; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)*

32সৈন্যরা যখন যীশুকে নিয়ে নগরের বাইরে যাচ্ছে, তখন পথে শিমোন নামে কুরীণীয় অঞ্চলের একজন লোককে দেখতে পেয়ে যীশুর ক্রুশ বইবার জন্য তাকে তারা জোর করে বাধ্য করল। 33পরে তারা "গলগথা" নামে এক জায়গায় এসে পৌঁছাল। এর অর্থ "মাথার খুলিস্থান।" 34সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে মাদক দ্রব্য মেশানো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চাইলেন না। 35তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর জামা কাপড় খুলে নিয়ে ঘুটি চেলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। 36আর সেখানে বসে যীশুকে পাহারা দিতে লাগল। 37তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের এই লিপি ফলকটি তাঁর মাথার উপরে ক্রুশে লাগিয়ে দিল: "এ যীশু, ইহুদীদের রাজা।" 38তারা দু'জন দস্যুকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডানদিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে। 39সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, 40"তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস।"

41সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে বলতে লাগলেন, 42"এ লোকতো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে বাঁচাতে পারে না! ওতো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর ওপর বিশ্বাস করব। 43ঐ লোকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে এখনই রক্ষা করুন, কারণ ওতো বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।"' 44তাঁর সঙ্গে যে দুজন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেইভাবেই তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

### যীশুর মৃত্যু

*(মার্ক15:33-41; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)*

45সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। 46প্রায় তিনটার সময় যীশু খুব জোরে বলে উঠলেন, "এলি, এলি লামা শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?"*

47যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনে বলতে লাগল, "ও এলিয়কে ডাকছে!"

48তাদের মধ্যে একজন তখনই দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ কতকটা সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে একটা নলের মাথায় সেটা লাগিয়ে তা যীশুর মুখে তুলে ধরে তাকে খেতে দিল। 49কিন্তু অন্যেরা বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও, দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না?" 50পরে যীশু আর একবার খুব জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

51সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল, 52সমাধিগুহাগুলি খুলে গেল, আর মারা গিয়েছিলেন এমন অনেক ঈশ্বরের লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল। 53যীশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুশালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন।

54ক্রুশের পাশে শতপতি ও তার সঙ্গে যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

55সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। এই মহিলারা গালীল থেকে যীশুর দেখাশোনার জন্য তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। 56তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষেফের মা মরিয়ম আর যাকোব ও যোহনের* মা।

### যীশুর সমাধি

*(মার্ক15:42-47; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)*

57সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় আরিমাথিয়ার যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি জেরুশালেমে এলেন; তিনিও যীশুর একজন অনুগামী ছিলেন। 58পীলাতের কাছে গিয়ে যোষেফ যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পীলাত তাঁকে তা দিতে হুকুম করলেন। 59যোষেফ দেহটি নিয়ে পরিষ্কার একটা কাপড়ে জড়ালেন। 60তারপর সেই দেহটা নিয়ে তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের গায়ে যে নতুন সমাধিগুহা কেটে রেখেছিলেন, তাতে রাখলেন। পরে সেই সমাধির মুখ বন্ধ করতে বড় একটা পাথর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। 61মরিয়ম মন্দলীনী ও সেই অন্য মরিয়ম কবরের সামনে বসে রইলেন।

### যীশুর সমাধিগুহা পাহারা দেওয়া হল

62পরের দিন, যখন শুক্রবার শেষ হল, অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বের পরের দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা গিয়ে পীলাতের সঙ্গে দেখা করল। 63তারা বলল, "হুজুর, আমাদের মনে পড়ছে সেই প্রতারক তাঁর জীবনকালে বলেছিল, 'আমি তিনদিন পরে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হব।' 64তাই আপনি হুকুম দিন যেন তিন দিন কবরটা

---

**"ঈশ্বর ... করেছ"** গীত 22:1

**যাকোব ও যোহন** আক্ষরিক অর্থে, "সিবদিয়ের ছেলেদের বোঝানো হয়েছে।"

পাহারা দেওয়া হয়, তা না হলে ওর শিষ্যরা হয়তো এসে দেহটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; তাহলে প্রথমটার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরো খারাপ হবে।"

65পীলাত তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে পাহারা দেবার লোক আছে, তোমরা গিয়ে যত ভালভাবে পার পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর।" 66তখন তারা সকলে গিয়ে কবরের মুখের সেই পাথরখানির উপর সীলমোহর করল ও সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিটি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করল।

### মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

*(মার্ক16:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)*

28 বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবার খুব ভোরে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে এলেন।

2তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার উপরে বসলেন। 3তাঁর চেহারা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারশুভ্র। 4তাঁর ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে কাঁপতে মরার মতো হয়ে গেল।

5সেই স্বর্গদূত ঐ স্ত্রীলোকদের বললেন, "তোমরা ভয় করো না, আমি জানি তোমরা যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই যীশুকে খুঁজছ; 6কিন্তু তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এস, যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল তা দেখ; 7আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল, 'তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের আগে আগে গালীলে যাচ্ছেন, তোমরা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"' আমি তোমাদের যে কথা বললাম তা মনে রেখো।

8তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল, তাঁরা যীশুর শিষ্যদের একথা বলার জন্য দৌড়ালেন। 9হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "শুভেচ্ছা নাও!" তখন তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন। 10যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় করো না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বল, তারা যেন গালীলে যায়, সেখানেই আমার দেখা পাবে।"

### ইহুদী নেতাদের কাছে সংবাদ এল

11সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের বলল। 12প্রধান যাজকেরা ইহুদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ফন্দি আঁটলো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, 13তোমরা লোকদের বোলো, "আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁর দেহটা চুরি করে নিয়ে গেছে। 14আর একথা যদি রাজ্যপালের কানে যায়, আমরা তাঁকে বোঝাব, আর তোমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখব।" 15তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের যেমন বলতে শেখানো হয়েছিল তেমনই বলল: ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই প্রচলিত আছে।

### শিষ্যদের সঙ্গে যীশু কথা বললেন

*(মার্ক16:14-18; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23: প্রেরিত 1:6-8)*

16এবার সেই এগারো জন শিষ্য গালীলে ফিরে গিয়ে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন সেইমতো সেই পর্বতে গেলেন। 17তাঁরা যীশুকে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল, 18তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।

19তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। 20আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

# License Agreement for Bible Texts

***World Bible Translation Center***
***Last Updated: September 21, 2006***

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

**These Scriptures:**

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

**WBTC's web site –** World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

**Order online –** To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

**Current license agreement –** *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

**Trouble viewing this file –** If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

**Viewing Chinese or Korean PDFs –** To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html